মনীষী

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

"যশের মন্দির মাঝে
উজ্জ্বল পবিত্র সাজে
অমর হইয়া থাক, সাধু, সদাশয়।"
—গিরীন্দ্রমোহিনী

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ
M. A., I. S. S. I R E S
বিরচিত

কলিকাতা
১৩৪০ বঙ্গাব্দ

[মূল্য দেড় টাকা মাত্র

৯০, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
হইতে
শ্রীঅরুণকুমার ঘোষ দ্বারা
প্রকাশিত

৭৭ নং হরি ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা
'মানসী প্রেস' হইতে
শ্রীঅম্বিকাচরণ বাগ দ্বারা
মুদ্রিত

বিজ্ঞাপন

বর্ত্তমান প্রস্তাবটি ১৩৩৯ বঙ্গাব্দে পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রায় জলধর সেন বাহাদুর সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ "ভারতবর্ষ" মাসিকপত্রে সর্ব্বপ্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকটিত হয়। এক্ষণে সংশোধিত ও কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত হইয়া উহা পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইল।

"বঙ্গদর্শন"এর যুগ বাঙ্গালা সাহিত্যের কাঞ্চন-যুগ। সেই স্মরণীয় যুগে সাহিত্যক্ষেত্রে যেরূপ বহু প্রতিভা-শালী মহাপুরুষের আবির্ভাব ও সম্মিলন ঘটিয়াছিল, বোধ হয়, আর কোনও যুগে সেইরূপ ঘটে নাই, ভবিষ্যতে কখনও ঘটিবে কিনা সন্দেহ। বঙ্কিমচন্দ্র, সঞ্জীবচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ, রামদাস, জগদীশনাথ, যোগেন্দ্রচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র, প্রফুল্ল-চন্দ্র, চন্দ্রশেখর, লালমোহন, হরপ্রসাদ, চন্দ্রনাথ, ঈশানচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রভৃতির প্রতিভালোকে যে যুগ উদ্ভাসিত, সে যুগের বিস্তৃত ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের একাধিক জীবনচরিত প্রকাশিত হইয়াছে, সঞ্জীবচন্দ্র ও দীনবন্ধুর জীবনী

বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, নবীনচন্দ্র, অক্ষয়চন্দ্র ও চন্দ্রনাথ আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন। এই অযোগ্য লেখকদ্বারা হেমচন্দ্র ও রঙ্গলালের জীবন চরিতের কিছু কিছু উপাদান সঙ্কলিত হইয়াছে এবং ১৩৩৯ সালের 'বিচিত্রা'য় জগদীশনাথেরও সংক্ষিপ্ত জীবন-কথা প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন কথাও প্রকাশিত হইল। আশা করি, বাঙ্গালা সাহিত্যের সেই সুবর্ণযুগের অন্যান্য মনীষিগণের জীবন ও কার্য্যের বিবরণও যোগ্যতর ব্যক্তিদ্বারা অচিরে লিপিবদ্ধ হইবে এবং কোনও শক্তিশালী সৌভাগ্যবান ঐতিহাসিক সযত্নসংগৃহীত উপাদানের সাহায্যে সেই প্রতিভাদীপ্ত যুগের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সেবকগণকে সেই গৌরবময় যুগের উন্নত ও উজ্জ্বল আদর্শের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া তাহার অনুসরণে প্রবৃত্তি ও প্রেরণা দান করিবেন। অলমতি বিস্তরেণ।

৯০ শ্যামবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা
শ্রীপঞ্চমী, ৬ই মাঘ ১৩৪০

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

বিষয়-বিভাগ

চিত্রসূচী

রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

উপক্রমণিকা। সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার পরিণত বয়সের প্রতিভা-প্রদীপ্ত উপন্যাস গ্রন্থাবলীর শেষ গ্রন্থ "সীতারামের" উৎসর্গপত্রে লিখিয়াছেন, "সর্ব্বশাস্ত্রে পণ্ডিত, সর্ব্বগুণের আধার, সকলের প্রিয়, আমার বিশেষ স্নেহের পাত্র, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।"

উৎসর্গ-পত্রের ভাষা সচরাচর অতিরঞ্জিত হইয়া থাকে, বিশেষতঃ যখন সেই পত্র কোনও পরলোকগত বন্ধুর উদ্দেশে রচিত হয়। কিন্তু উপরিধৃত উৎসর্গ-

পত্রের একটি বর্ণও যে অতিরঞ্জিত নহে, তাহা যাঁহারা মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও কৃতকার্য্যের পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করিবেন। বাস্তবিকই তিনি সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।—গণিত, কাব্য, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি,—তিনি সকল বিষয়েই তাঁহার সুবর্ণময়ী লেখনী বিনিয়োজিত করিয়াছিলেন এবং মনীষার অবতার ডাক্তার জনসন বাণীর বরপুত্র গোল্ডস্মিথ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন রাজকৃষ্ণের প্রতিও তাহা প্রয়োগ করিয়া বলিতে পারা যায়,—তিনি যাহাতেই লেখনীস্পর্শ করিয়াছিলেন তাহাই অপরূপ শব্দ ও ভাবালঙ্কারে উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল—"Nothing did he touch that he did not adorn." রাজকৃষ্ণ বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের একটি প্রধান স্তম্ভ ছিলেন এবং "বেঙ্গলী" সম্পাদক স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই বলিয়াছিলেন "He was by far the most brilliant and scholarly contributor to

the *Banga darsana*, when the *Banga-darsana* was in the height of its fame."
(যখন 'বঙ্গদর্শন' যশঃ-শৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরে সমাসীন, তখন উহার লেখকগণের মধ্যে তিনিই উজ্জ্বলা প্রতিভা ও প্রজ্ঞায় সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন।)

'হিন্দু পেট্রিয়ট' সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর লিখিয়াছিলেন :—

"His writings on history, philosophy and general literature were many, varied and valuable, and his able contributions to the *Bangadarsana* long formed a feature of that well-known magazine. He conducted the *Bengalee* newspaper for several years with great ability, and his contributions occasionally enriched the columns of the *Hindoo Patriot* during the life-time of our illustrious predecessor. He was an antiquarian and a linguist and besides English and

Sanskrit he had command over Assamese, Uria, Persian, Urdu, Hindi,French, German, Latin and Pali. His knowledge of Pali and Sanskrit enabled him to prosecute original researches into the Buddhistic Scriptures which commanded the admiration of his fellow-members of the Asiatic Society. As a member of the committee of the Science Association he took the keenest interest in scientific researches and spread of scientific knowledge in the country. In days when superficial education is so much in vogue, it was refreshing to see this student of forty-one going in for any particular branch of knowledge in a truly scholar-like spirit. To create a noise, to make a name and fame for himself was never in his line. Vast as his erudition was in all departments of philosophy and

literature, its extent was never fully known to any who knew him not closely, so quiet, unobtrusive, and unassuming were his manners."

(ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য সম্বন্ধে তাঁহার রচনা প্রচুর, বৈচিত্র্যময় ও মূল্যবান্, এবং 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁহার সুলিখিত সন্দর্ভাবলী বহুকাল ব্যাপিয়া সেই সুপরিচিত মাসিকপত্রের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি কয়েক বৎসর অসাধারণ দক্ষতা সহকারে 'বেঙ্গলী' সংবাদপত্র সম্পাদিত করিয়াছিলেন এবং আমাদের পূর্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ সম্পাদক মহাশয়ের* জীবিত কালে মধ্যে মধ্যে "হিন্দু পেট্রিয়টের" স্তম্ভও তাঁহার রচনাদ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্নতত্ত্ববিৎ এবং বহুভাষাবিৎ ছিলেন, এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত ব্যতীত তাঁহার আসামী, উড়িয়া, পারসী, উর্দ্দু, ফরাসী, জর্ম্মাণ ও পালী ভাষায় যথেষ্ট অধিকার ছিল। পালী ও সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান তাঁহাকে

* রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর, সি-আই-ই।

বৌদ্ধ-ধর্ম্ম সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণা করিতে সহায়তা করিয়াছিল এবং এই সকল গবেষণা দ্বারা তিনি তাঁহার এসিয়াটিক সোসাইটীর অন্যান্য সভ্য-ভ্রাতৃবৃন্দের শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান-সভার কার্য্য-নির্ব্বাহিকা সমিতির সদস্য রূপে তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং দেশে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন। যখন পল্লবগ্রাহিণী শিক্ষারই প্রাদুর্ভাব তখন একচত্বারিংশ বর্ষবয়স্ক এই ছাত্রকে একটি বিশেষ বিষয়ে যথার্থ ছাত্রের ন্যায় অধ্যবসায় সহকারে পরিশ্রম করিতে দেখিয়া আনন্দ হইত। ঢক্কানিনাদ দ্বারা নিজের নাম ও খ্যাতি বিস্তার করা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। সাহিত্য ও দর্শনের সকল বিভাগে তাঁহার যে গভীর পাণ্ডিত্য ছিল, তাহার পরিমাণ যিনি তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে না জানিয়াছেন তাঁহার পক্ষে জানা অসম্ভব ছিল, তাঁহার স্বভাব এত ধীর, শান্ত ও আত্মগোপনকারী ছিল।)

কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য বা বিদ্যার গৌরবই রাজকৃষ্ণের স্মৃতিকে মহিমমণ্ডিত করিয়া রাখে

নাই। তিনি চারিত্রো গরীয়ান ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "সর্ব্বগুণের আধার, সকলের প্রিয়" ছিলেন। সেই জন্য 'হিন্দুপেট্রিয়ট'-সম্পাদক রাজকৃষ্ণের মৃত্যু-বিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"Those that knew him best will not remember him as the exquisite poet, the deep scholar, the learned professor, the painstaking antiquarian, the able officer or the profound linguist. He will be best remembered as the amiable gentleman whose suavity of manners and unruffled temper would shrink from giving the least offence to any one. In his habits and his tastes he was simple literally as a child, and of him it might truly be said that his heart was born a full twenty-five years after his body, In these days of disgusting scepticism and heartless sophistry it was a relief to come across men of Raj Krishna's stamp.

All who knew him could have but one feeling for him, it is unique that he was not divided from the love of a single soul that he ever came in contact with.''

"যাঁহারা তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন তাঁহারা তাঁহাকে কেবল শক্তিশালী কবি, অসাধারণ পণ্ডিত, বিচক্ষণ অধ্যাপক, শ্রমশীল পুরাতত্ত্ববিৎ, কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজকর্ম্মচারী অথবা অপূর্ব্ব ভাষাবিৎ বলিয়া স্মরণ করিয়া রাখিবেন না। তিনি বিনয় ও শিষ্টাচারের প্রতিমূর্ত্তিরূপে সর্ব্বদা স্মরণীয় থাকিবেন—যাঁহার ধীর ও অকোপন স্বভাব এবং সৌজন্য কাহাকেও কোনও প্রকার ত্রুটি গ্রহণে সুযোগ দেয় নাই। তাঁহার রুচি ও প্রকৃতি শিশুর ন্যায় সরল ছিল, এবং তাঁহার বিষয়ে যথার্থই বলা যাইতে পারে যে 'তাঁহার দেহের পঁচিশ বৎসর পরে তাঁহার হৃদয় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।' আজি কালিকার এই বিরাগজনক অবিশ্বাস ও হৃদয়-হীন ছলনার দিনে রাজকৃষ্ণের মত পুরুষের সংশ্রবে থাকিলে আনন্দ হইত। তাঁহাকে যাঁহারা জানিতেন তাঁহাদের মনে শ্রদ্ধা ভিন্ন অন্য কোনও ভাব আসিত

না। ইহা আশ্চর্য্য যে যাঁহারা তাঁহার সংশ্রবে আসিয়াছেন তাঁহাদের একজনেরও প্রীতি হইতে তিনি বিচ্ছিন্ন হন নাই।"

অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য, শিশুসুলভ সারল্য, ও অমায়িক ব্যবহার রাজকৃষ্ণকে সকলের হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ করিয়াছিল। 'রেইস এণ্ড রায়তের' সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও তাহাই লিখিয়াছেন—

"Babu Raj Krishna's talents and versatile acquirements were embellished by his frank manners, and his modesty and simplicity of character endeared him to all who knew him."

"রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রতিভা এবং বহুবিষয়িনী বিদ্যা তাঁহার অকপট ব্যবহার দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল এবং তাঁহার বিনয় ও চরিত্রের সরলতা তাঁহার পরিচিতগণের নিকট তাঁহাকে পরম প্রীতিভাজন করিয়া তুলিয়াছিল।"

রাজকৃষ্ণ

আমরা বর্ত্তমান প্রস্তাবে সংক্ষেপে মনীষী রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও সাহিত্যসেবার পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইব।

জন্ম ও জন্মস্থান। ১২৫২ বঙ্গাব্দে ১৬ই কার্ত্তিক দিবসে (১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর) নদীয়ার অন্তর্গত গোস্বামী-দুর্গাপুরে রাজকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন।

রাজকৃষ্ণের বৃদ্ধ-প্রপিতামহ কালীচরণ বিবাহসূত্রে সর্ব্বপ্রথম গোস্বামী-দুর্গাপুরে বসতি করেন। তাঁহার পিতৃ-নিবাস মুর্শিদাবাদে ছিল। গোস্বামী-দুর্গাপুরে গ্রামের পত্তন সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। এই কিম্বদন্তী আশ্রয় করিয়া রাজকৃষ্ণ তাঁহার "রাজ-বালা" নামক "ইতিহাস-মূলক আখ্যায়িকা" প্রণয়ন করেন। প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক হৃতসর্ব্বস্ব ও নানাপ্রকারে অত্যাচারিত হইয়া এক সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারীর তরুণ-বয়স্ক পুত্র স্বপ্নে দেবাদেশ প্রাপ্ত হইয়া এক গভীর অরণ্যে রাধারমণের পূজায় ও ধ্যানে কালাতিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে মৃগয়াব্যপদেশে রাজা

রায়মুকুট সপরিবারে তথায় উপস্থিত হন। রাজকুমারী দুর্গাবতী ও নবীন সন্ন্যাসী কৃষ্ণকমল গোস্বামীর হৃদয়ে দর্শন মাত্রই প্রেমসঞ্চার হয়; কিন্তু দেবাজ্ঞার জন্য গোস্বামী তাঁহার বাসস্থান পরিত্যাগ করিয়া রাজধানীতে সংসার-ধর্ম্ম পালনে অস্বীকৃত হন। অবশেষে রাজা সেই গভীর অরণ্যই পরিষ্কৃত করিয়া তথায় নূতন নগরের পত্তন করেন। এই নগরের নাম নবদম্পতীর নামানুসারে গোস্বামী-দুর্গাপুর রাখা হয়।

পিতা আনন্দচন্দ্র। রাজকৃষ্ণের পিতা আনন্দচন্দ্র "পাইকপাড়া কন্‌সারণ" নামক নীলকুঠীর দেওয়ানী করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মানুমোদিত ক্রিয়া কল্পে অপরিমিত ব্যয় করায় (১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে) ৪৬ বৎসর বয়সে মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুত্রগণের জন্য বিশেষ কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আনন্দচন্দ্রের স্বর্গারোহণ কালে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধিকাপ্রসন্নের বয়স পোনের বৎসর এবং রাজকৃষ্ণের বয়স নয় বৎসর মাত্র।

অগ্রজ রাধিকাপ্রসন্ন। রাজকৃষ্ণের অগ্রজ রাধিকাপ্রসন্ন একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। প্রতিকূল অবস্থায় পতিত হইয়াও স্বাবলম্বন ও অধ্যবসায়ের দ্বারা কতদূর আত্মোন্নতি করিতে পারা যায় তিনি তাহার দৃষ্টান্তস্থল। পিতার মৃত্যুকালে তিনি বিদ্যালয়ের দ্বিতীয়শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা দিয়া সেই বৃত্তি-লব্ধ অর্থে উচ্চশিক্ষা লাভ করা, সংসার প্রতিপালন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা কতদূর ক্লেশজনক ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। পরে সিনিয়র স্কলারশিপ বৃত্তি ভোগ করিয়া রাধিকাপ্রসন্ন শিক্ষা-বিভাগে প্রবেশ করেন এবং বিদ্যালয়পরিদর্শকের দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য প্রশংসার সহিত সম্পাদন করিয়া প্রভূত যশঃ এবং রায়বাহাদুর উপাধি লাভ করেন। তিনি স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান, প্রাকৃতিক ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে যে সকল বিদ্যালয়-পাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা বহুদিন বঙ্গদেশের বিদ্যালয় সমূহে অবশ্য-পাঠ্য বলিয়া
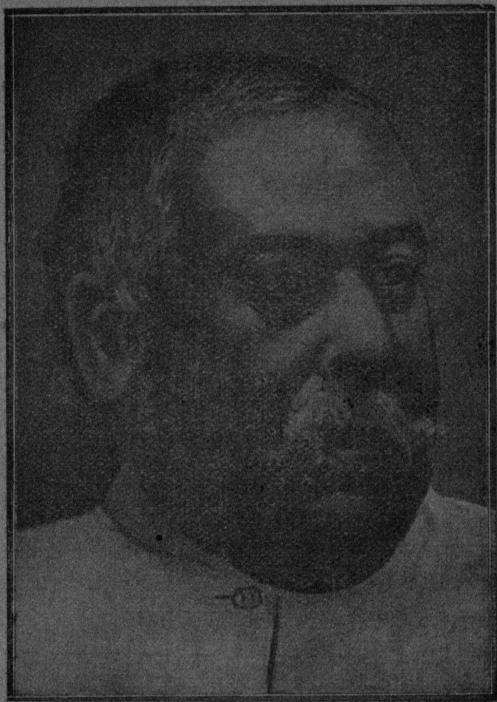
রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর

নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তিস্তম্ভ তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতার নৈতিক চরিত্র ও রুচিগঠন এবং মানসিক উন্নতি বিধান।

শৈশব। পিতার মৃত্যুর সময় রাজকৃষ্ণ নিজ গ্রামে জনৈক গুরু মহাশয়ের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিতেছিলেন। তাঁহার জননী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কন্যা—শুনা যায় তাঁহার মাতামহী চিত্রাদেবী স্বামীর মৃত্যুর পর সহমৃতা হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ শৈশবেই এই ধর্ম্মপরায়ণা জননীর উপদেশে দেবদ্বিজে ভক্তি করিতে শিখিয়াছিলেন। মায়ের পূজার জন্য পুষ্পচয়ন তাঁহার শৈশবের আনন্দদায়ক কর্ত্তব্য ছিল। জননীর ইচ্ছা ছিল তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ন্যায় সংস্কৃত টোলে শিক্ষা লাভ করেন। কিন্তু দূরদর্শী হিতৈষীদিগের পরামর্শে তাঁহাকে প্রতীচ্য সাহিত্যাদিতে শিক্ষা দেওয়া স্থির হইল।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে রাধিকাপ্রসন্ন রাজকৃষ্ণকে কৃষ্ণনগরের বাসায় লইয়া গেলেন। সেখানে কয়েক মাসের মধ্যেই কয়েকখানি ইংরাজী পুস্তক পড়াইয়া

রাজকৃষ্ণকে তিনি তত্রত্য এক মিশনারী স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে প্রবিষ্ট করাইয়া দিলেন। সাত মাসের মধ্যেই তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইলেন। অতঃপর রাজকৃষ্ণ কৃষ্ণনগর কলেজের স্কুল বিভাগে প্রবেশ লাভ করেন। কথিত আছে যে বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার সময় প্রধান শিক্ষক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি জ্যামিতি পড়িয়াছেন কি না? রাজকৃষ্ণ উত্তর দিলেন "পড়িয়াছি।" তখন শিক্ষক মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "চারি অধ্যায়ে কয়টি সম্পাদ্য, কয়টা উপপাদ্য প্রতিজ্ঞা আছে বলিতে পার?" রাজকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহার উত্তর দিয়া শিক্ষক মহাশয়কে বিস্মিত করিয়া দেন।

দুই বৎসর কৃষ্ণনগর কলেজের স্কুল বিভাগে পড়িয়া রাজকৃষ্ণ ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ১৮৲ মাসিক ছাত্রবৃত্তিলাভ করেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ এল্-এ পরীক্ষা দিয়া প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বত্রিশ টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে বি-এ পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন এবং ৫০৲ বৃত্তি পান।

১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে দর্শন-শাস্ত্রে এম্-এ পরীক্ষা দিয়া রাজকৃষ্ণ প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্বুবর্ণ পদক ও পুস্তকরাশি পুরস্কার পান। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি বিতরণ সভায় (কন্‌ভোকেশনে) তদানীন্তন ভাইস চ্যান্সেলর স্যর হেন্‌রি মেন তাঁহার সম্বন্ধে বলেন যে 'তিনি যে প্রতিভা ও শাস্ত্রাধিকার প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অক্সফোর্ড বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ছাত্রগণের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।"

কর্ম্ম-জীবনে প্রবেশ। এই বৎসরেই রাজকৃষ্ণ জেনারেল এসেমব্লিজ ইন্‌ষ্টিটিউসন (এক্ষণে স্কটিশ চার্চ্চ কলেজ) নামক প্রসিদ্ধ বিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। রেভারেণ্ড ডাক্তার জেম্‌স অগিল্‌ভি তখন উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। অধ্যাপনায় রাজকৃষ্ণ বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করেন।
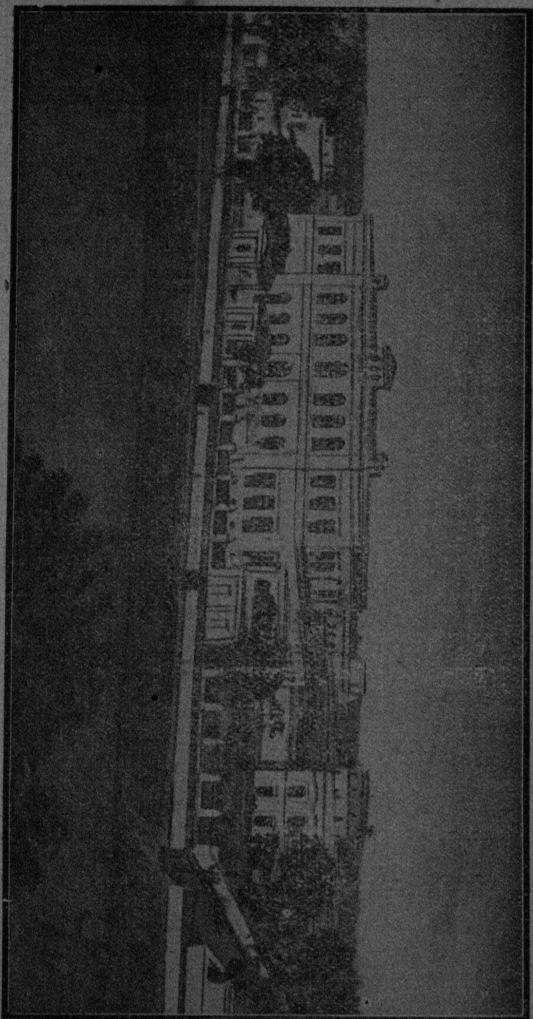
জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউসন

বেথুন সভায় 'হিন্দু-দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর তারিখে, প্রধানতঃ মেডিক্যাল কলেজের তৎকালীন সম্পাদক এফ্ জে মৌএটের চেষ্টায় কলিকাতায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতির্থার্থ বেথুন সোসাইটী নামে এক সাহিত্য-সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে ইংরাজী ও বাঙ্গালী সমাজের উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উপস্থিত থাকিয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞানের আলোচনা করিতেন। গভর্ণর জেনারেল বা লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর উহার অধিবেশনে যোগদান করিতে, এবং হাইকোর্টের ইংরাজ বিচারপতিরাও উহার অধিবেশনে প্রবন্ধ পাঠ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজকৃষ্ণ এই বেথুন সভায় ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৪ই মার্চ তারিখে 'হিন্দু-দর্শন' সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি প্রমাণিত করেন যে, হিন্দু দর্শন গ্রীক্ দর্শনের নিকট কোনও রূপে ঋণী নহে। বেদে সর্ব্বপ্রথমে

Ego এবং Non Ego, Mind এবং Matterএর প্রভেদীকরণ দৃষ্ট হয়। সূত্র যুগে যে ষড়-দর্শনের উৎপত্তি হয়, তাহা বৌদ্ধ-দর্শনের নিকট ঋণী নহে। সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনার পর জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইংরাজ ব্যতীত আর কোনও জাতিই বে ধ হয় হিন্দুর ন্যায় পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর তাঁহাদের দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন নাই; এবং উপসংহারে তিনি এই আশা করেন যে স্বভাবসিদ্ধ পরীক্ষাপ্রিয়তা যথোচিত ভাবে পরিচালিত হইলে হিন্দুরা বিজ্ঞানে চরম উন্নতি লাভ কবিতে পারিবেন। রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধটি সভার সদস্যগণ কর্ত্তৃক আলোচিত হইবার পর উক্ত সভার সভাপতি বিচারপতি স্যার জন বাড্‌ ফিয়ার একটি মনোহর বক্তৃতা করেন এবং উপসংহারে প্রবন্ধ পাঠকের উচ্চ সুখ্যাতি করিয়া যাহা বলেন, সভার কার্য্য-বিবরণীতে তাহা এইরূপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে—

"He concluded by thanking the lecturer for his excellent essay, and

congratulated him upon having successfully vindicated the character of his country's philosophy. So far from Hindu philosophy being visionary and unreal, it appeared to be entirely realistic in its structure. Whatever might be the value of the results which it had yet reached, its foundation was experience and its constant appeal was to observation. The President then after formally conveying the thanks of the meeting to Babu Raj Krishna Mukerjyea, declared the Meeting at an end."

"উপসংহারে তিনি বক্তাকে তাঁহার উপাদেয় প্রবন্ধের জন্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহার দেশের দর্শন-শাস্ত্রের বিশেষত্ব সাফল্যের সহিত প্রদর্শিত করিয়াছেন বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন ও তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। হিন্দু-দর্শন অস্পষ্ট ও অসম্ভব নহে, পরন্তু উহার প্রকৃতি বা গঠন বাস্তবানুযায়ী। যে সিদ্ধান্তে উহা এ পর্য্যন্ত উপনীত হইয়াছে তাহার মূল্য যাহাই

স্যর জন বাড্‌ ফিয়ার
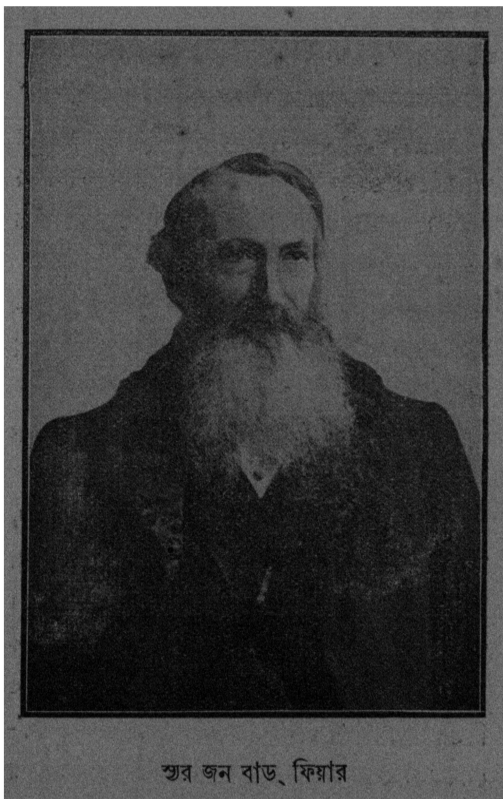
হউক না কেন, উহার ভিত্তি ভূয়োদর্শন, এবং প্রতিনিয়ত পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।"

রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধটি এতাদৃশ মূল্যবান তথ্যের আকর যে, বেথুন সভার কার্য্যবিবরণীর শেষে সমগ্র প্রবন্ধটি মুদ্রিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটী উক্ত বিবরণীর ৩২ পৃষ্ঠা অধিকার করিয়াছিল।

ব্যবহারাজীব। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ বি-এল্ পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। উক্ত বৎসরে ১৬ই মার্চ তিনি হাইকোর্টের উকীল শ্রেণীভুক্ত হন এবং বহরমপুরে ওকালতী করিতে যান।

সাহিত্যাচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার লিখিয়াছেন, "তখন বহরমপুরে বাঙ্গালা সাহিত্য-চর্চ্চার বড় সুবিধা ছিল। ডাক্তার রামদাস সেনের বাড়ী সেইখানে। তাঁহার লাইব্রেরীতে বিস্তর বাঙ্গালা ও সংস্কৃত পুস্তক ছিল। আর ভারতবর্ষের সংস্পৃষ্ট ইংরাজি পুস্তকও বিস্তর ছিল। 'বাঙ্গালাভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস'-লেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বহরমপুর কলেজের

সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পিতৃদেব (সুকবি গঙ্গাচরণ সরকার) ঘুরিয়া-ফিরিয়া বহরমপুরেই আসিয়া থাকিতেন। বাঙ্গালার ইতিহাস লেখক রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়,—এই সময়ে বহরমপুরেই ওকালতি করিতেন। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর এই সময়ে এই বিভাগের পোষ্টাল ইন্‌স্পেক্টর ছিলেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণকার লোহারাম শিরোরত্ন মহাশয় বহরমপুর নর্ম্মাল স্কুলের অধ্যক্ষ ছিলেন; আর আমি যাবার কিছুকাল পরেই,—পিণ্ডান্ত পিণ্ড শেষ স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র অন্যতর ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়া গেলেন। সুতরাং এ সময়ে বহরমপুরে বাঙ্গালা চর্চ্চার মাহেন্দ্র যোগ বলিতে হইবে। আমি মাহেন্দ্র ক্ষণের সুযোগ অবহেলা করি নাই।"

রাজকৃষ্ণও এ মাহেন্দ্রক্ষণের সুযোগ অবহেলা করেন নাই। যদিও তখনও বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে আগমন করেন নাই, উপরি-উল্লিখিত অন্যান্য সাহিত্য-সেবক-গণের সাহচর্য্যে যে তাঁহার স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

"যৌবনোদ্যান"। এই সাহিত্যানুরাগ তাঁহার "যৌবনোদ্যান" নামক কাব্যগ্রন্থে প্রথম আত্মপ্রকাশ করিল। "যৌবনোদ্যান" ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ২৯শে জুন বহরমপুর হইতে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের মুখপত্রে, — শুধু এই গ্রন্থ বলি কেন, তাহার প্রায় সকল গ্রন্থেরই মুখপত্রে,—তাহার মূলমন্ত্র নিধুবাবুর সেই অমর পংক্তি কয়টি মুদ্রিত ছিল,

'নানান দেশে নানান্ ভাষা।
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা?
কত নদী সরোবর কিবা বল চাতকীর,
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা?"

কাব্যগ্রন্থখানি কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামে উৎসৃষ্ট হয়। উৎসর্গ-পত্রটি এইরূপ :—

"বঙ্গকবিকুল-শিরোমণি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তজ

মহাশয়—

সদাশয়েষু।

কবিবর!

আপনার প্রদর্শিত পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া
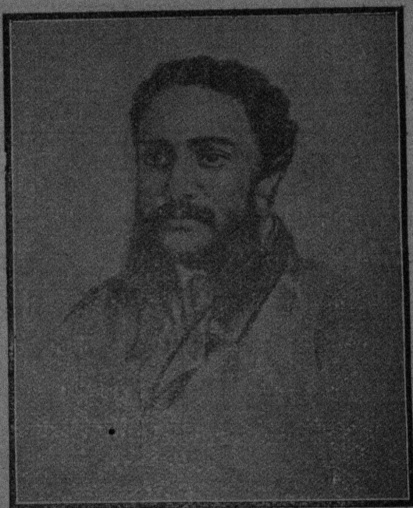
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

বাগ্‌দেবীর পূজায় প্রবৃত্ত হই। যৌবনোদ্যান হইতে কতকগুলি পুষ্পোত্তোলন করিয়া মালা গাঁথিয়া অর্চ্চনারম্ভ করিয়াছি। কতদূর কৃতকার্য্য হইব বলিতে পারি না! যদি ভাল ভাল ফুল তুলিতে না পারিয়া থাকি, অজ্ঞতাবশতঃই এরূপ হইয়াছে, কারণ অত্যল্প দিন হইল কাব্যকারের যৌবনোদ্যানে প্রবেশ ঘটিয়াছে, এমন কি মধ্যদেশ পর্য্যন্ত যাইতে অনেক বিলম্ব আছে।

আপনার করে সেই কবিতা-কুসুম-হার উপহার স্বরূপ প্রদান করিলাম। রচয়িতার গুণে যত না হউক আপনার নাম সংযোগে ইহার গৌরব বৃদ্ধি হইবে। চন্দ্রকরে তামসী নিশাও শোভা ধারণ করে। নারায়ণ-নাম লিখিত তুলসীপত্রও বিশ্ব হইতে ভারী হইয়া থাকে। ইতি

বহরমপুর গ্রন্থকারস্য।"

২৯ জুন ১৮৬৮।

'যৌবনোদ্যান' একটি রূপক। "সংসার সাম্রাজ্য" নামক সঙ্কল্পিত কাব্যগ্রন্থের উহা প্রথম খণ্ড। "সংসার সাম্রাজ্য" কাব্যখানি সম্পূর্ণ হয় নাই। যৌবনোদ্যানের

বিষয়টি সংক্ষেপে এই। একদিন প্রত্যুষে,
আলোকের আগমনে হইয়া চকিত,
লজ্জায় শঙ্কায় রক্ত হরিদ্রা আনন,
তমোময় কেশপাশ পাশে বিগলিত,
নিশ্বাসে বিস্তার করি সুগন্ধ পবন,
সূর্য্যসনে ফুলশয্যা ত্যজিয়া যখন,
সুবর্ণ বরণা উষা, কমল চরণে,
পালায় অম্বর পথে বিচলিত মন,
পশ্চিমদিকের পানে ত্বরিত গমনে,
সৌদামিনী জিনি বেগে, পড়ে কিবা পড়ে না নয়নে,—

তখন যৌবন-উদ্যানে সুখসরোবরের তীরে একজন সুন্দর পুরুষ বসন্তের দেখা পাইল এবং সংসার রাজ্য ভ্রমণ করিবার কামনা প্রকাশ করিল। বসন্ত বলিলেন যে যৌবন উদ্যান ভয়শূন্য নহে, চারিদিকে প্রলোভন মায়া বিস্তার করিয়া আছে, ধৈর্য্য, যত্ন, সাহস ও সুমতিকে সঙ্গে লইয়া ধর্ম্মকে মাথায় রাখিয়া অগ্রসর হইলেই সংসার-যাত্রা সুগম হইবে। এই বলিয়া তিনি ঐ কয়টি সঙ্গীকে আবাহন করিয়া আনিলেন। উহাদের বর্ণনা অতি সুন্দর। একটি উদ্ধৃত করি,

রাজকৃষ্ণ

সাহস বিশাল বক্ষ, লৌহময় কায় ;
সম্মুখে সর্ব্বদা দৃষ্টি—পিছে নাহি চায় ;
থর থর ক্ষিতিতল কাঁপে পদভারে ;
কাহারে না কিছু ভয় করে এ সংসারে ;
বহিলে প্রবল বাত্যা নাহি পারে করিতে চঞ্চল ।
সিংহনেত্র জিনি নেত্র জ্বলে অন্ধকারে,
শোভা পায় করদ্বয় করী-করাকারে ;
দেবদারু জিনি উরু, দেহে ভীমবল ;
অচল, অটল সদা যথা হিমাচল ;

এই সঙ্গীগণ

যেমতি সলিল বিম্ব সলিলে মিশায়,
কিম্বা যথা ইন্দ্রধনু সহসা গগনে,

সেইরূপ যুবকের অঙ্গে মিশাইয়া গেল। এই সঙ্গীদের সহায়তায় যুবক নানা প্রলোভন জয় করিয়া সংসার-রাজ্যে অগ্রসর হইলেন।

কাব্যখানিতে ৮৩টা নয় পংক্তি সমন্বিত শ্লোক অছে। উহার স্থানে স্থানে ইংরাজ কবি স্পেন্সারের ছায়া পড়িয়াছে বলিয়া মনে হয়।

তরুণবয়স্ক কবির পক্ষে উহা যথেষ্ট প্রশংসার

যোগ্য এবং উহা সুধীগণ কর্তৃক সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছিল। সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত 'রহস্য সন্দর্ভে' এই কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

"ইহাতে অলঙ্কার-বিশেষের আড়ম্বর অনেক আছে এবং রচনা-চাতুর্য্যও স্থানে স্থানে প্রদীপ্ত বোধ হয়। অধিকন্তু পদ্যের সারল্য ও সম্মার্জিততাও লক্ষ্য হয়, উদাহরণ স্বরূপ ক একটি পদ প্রদর্শিত হইতেছে।

হেরিলা দ্বারের মাঝে, রতন আসনে,
চিন্তাকুল মৌনভাবে বসিয়া রূপসী ;
থরতর রবিকর জ্বলে সে বদনে ;
নয়নের তেজে যায় নয়ন ঝলসি ;
সৌদামিনী রাশি নাকি পড়িয়াছে খসি ?
কপাল কিঞ্চিৎ উচ্চ, প্রশান্ত, অঙ্কিত,
ভাবনা লাঙ্গলে ভাল গেছে যেন চষি ;
বক্রাগ্র নাসিকা, ওষ্ঠ কি জন্য কম্পিত,
দৃঢ় গ্রীবা, অন্য অঙ্গ অলঙ্কার বাসে আচ্ছাদিত।"

কিছুকাল গ্রন্থখানি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত হইয়াছিল।

বিবাহ। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর রাজকৃষ্ণ বিবাহ করেন। তাঁহার পত্নী ক্ষান্তমণি অতি সাধ্বী ও সুশীলা রমণী ছিলেন। ইনি যে পুণ্যজ্যোতির্ম্ময় শান্তিময় সংসার সৃজন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতিভাশালী পতির সরস্বতী-সেবার সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছিল।

কটকে অধ্যাপনা। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২২শে ফেব্রুয়ারী রাজকৃষ্ণ কটক ল কলেজে ৩৫০৲ মাসিক বেতনে অধ্যাপক পদে বৃত হন।

'হিন্দু-দর্শন' সম্বন্ধে বক্তৃতা। এই স্থানে অবস্থানকালে কটক ডিবেটিং ক্লাবে ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৪শে মার্চ্চ দিবসে তিনি হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটি পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়াছিল। বেথুন সভায় তিনি ইতঃপূর্ব্বে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহাই কিঞ্চিৎ সংশোধিত করিয়া কটকে প্রদত্ত হইয়াছিল। সেইজন্য উহার সম্বন্ধে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

'মিত্র-বিলাপ'। এই বৎসর ১৯শে মে

ক্ষান্তমণি দেবী

৩

তারিখে রাজকৃষ্ণের দ্বিতীয় কাব্য গ্রন্থ 'মিত্র-বিলাপ' প্রকাশিত হয়। জনৈক বন্ধুর বিয়োগে এই কাব্যের সূত্রপাত হয়। 'মিত্র-বিলাপ' ব্যতীত এই গ্রন্থে নিম্নলিখিত কবিতাগুলিও সন্নিবিষ্ট হয়, যথা, বুদ্ধদেবের সংসার-ত্যাগ, নিশাকালে বিহঙ্গমরব, চিন্তা, নিদ্রা, সংসার, কাল, বসুমতী, বালকের মুখ, নিজদোষে বিপন্নের প্রতি, মনের প্রতি উপদেশ, প্রতিধ্বনি, স্বভাবের শোভা, কাব্যের বাগান, উত্তানপাদের প্রতি সুনীতি, বন্ধুহীন, কবিতা। কবি বঙ্গ-ভাষার চরণে কাব্য গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন,

কবিতা-কুসুম-মালা গাঁথিয়া যতনে
দিলাম মা বঙ্গভাষা তোমার চরণে।
আমি মা অকৃতী অতি, জ্ঞানহীন মূঢ়মতি,
তব যোগ্য উপহার দিব মা কেমনে।
যেমন শকতি ছিল, তনয় মা তাই দিল,
ভুলি নাই তোমায় মা এই ভাব মনে॥
পশিয়া "যৌবনোদ্যানে," ফুল তুলি স্থানে স্থানে,
অর্পিয়াছি তব পদে, আছে কি স্মরণে?

আবার গাঁথিয়া মালা, পূরিয়া পূজার ডালা,
আসিয়াছে নন্দন মা তোমার সদনে।

'মিত্র-বিলাপে'র ন্যায় আন্তরিকতাপূর্ণ করুণরস সমন্বিত সুমধুর কাব্য গ্রন্থ তৎকালীন সাহিত্যে দুষ্প্রাপ্য। 'হিন্দু' পেট্রিয়ট সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর সেইজন্য একবার রাজকৃষ্ণের কাব্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'মিত্র-বিলাপটি'কে যথার্থই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"He was the writer of several very clever poetical works, foremost of which is the *Mitrabilap* throughout which there runs an exquisite and delicate pathos hardly to be met with in works that have succeeded in creating a greater noise."

"তিনি কতকগুলি লিপিচাতুর্য্য-পূর্ণ কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে 'মিত্রবিলাপ' সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের সর্ব্বত্র একটি সুন্দর কোমল করণ রস প্রবাহিত হইতেছে যাহা অনেক প্রসিদ্ধতর গ্রন্থেও সচরাচর লক্ষিত হয় না।"

রাজকৃষ্ণ

প্রতিভার অবতার ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র তৎসম্পাদিত "রহস্যসন্দর্ভে" এই গ্রন্থের সমালোচন প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহা উদ্ধার যোগ্য :—

"যে সময়ে পৃথিবীতে আহার্য্য শোভার প্রতি বিশেষ সমাদর না হইয়া উঠে ততদিন কাব্যরচনায় স্বভাবোক্তিই সুচারুরক্ষিত হইতে পারে। পর্ব্বতাদি স্বাভাবিক বিষয় সকল যেরূপে বর্ণিত হয়, সুচারু কারুনিৰ্ম্মিত প্রাসাদাদির বর্ণনাপ্রণালী কদাপি তাদৃশ স্বাদ্য হইতে পারে না। যে সকল কবিবর সামাজিক আহার্য্য শোভার ভাব পরিজ্ঞাত হইয়াও স্বভাবের কৌশল লিখিয়া কীৰ্ত্তিলাভ করিতে পারেন তাঁহারাই সহৃদয় শ্লাঘ্য এবং কীৰ্ত্তনীয়। আমাদিগের সমালোচ্য গ্রন্থ প্রণেতা মুখোপাধ্যায় মহাশয় উক্তরূপ কৌশল প্রকাশ করিয়া কীৰ্ত্তনীয় হইবার যোগ্য হইয়াছেন। ইঁহার রচনা প্রণালী স্বভাবোক্তি অলঙ্কারে অলঙ্কৃত। গ্রন্থখানি মিত্রবিলাপ আখ্যায় অভিহিত সুতরাং বন্ধু-বিরহ বর্ণনই উদ্দেশ্য। বিরহাবস্থায় মানবের প্রকৃতির
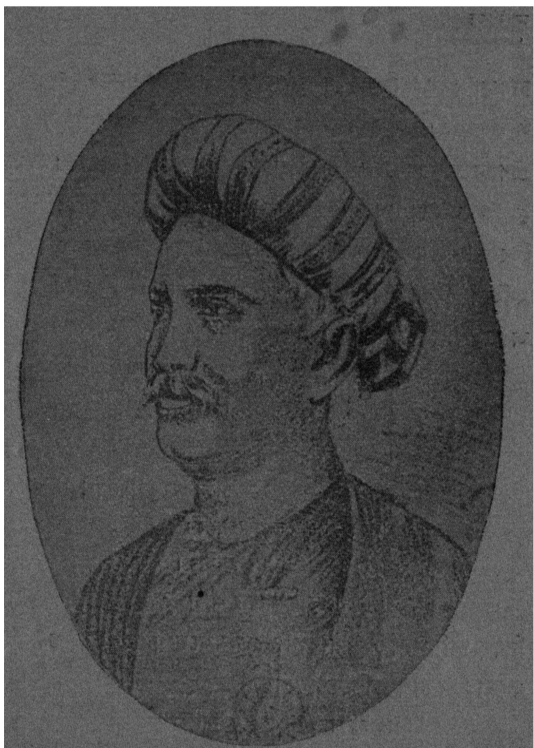
ডাক্তার রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সি-আই-ই

চারুতা দর্শন অভিলষণীয় হওয়াতে প্রকৃতির বর্ণনাদিও লক্ষিত হয়। ফলতঃ ইনি যেরূপ ভাবে গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে ইঁহাকে বিরহাবস্থার লোক বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। ইঁহার বিরহভোগিত্ব ও কবিত্বের প্রামাণ্য-রক্ষার্থ কতিপয় কবিতা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে, সহৃদয় পাঠকবর্গ অবশ্যই বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবেন।

'দেখিলাম স্বপনে
মুখে মৃদু মৃদু হাঁসি কুমুদে কৌমুদী রাশি,
হেরি সুখ নাহি ধরে মনে।
প্রণয় বচন তার, ঢালে কর্ণে সুধাধার,
শিহরে পুলকে কায়া সে কর স্পর্শনে
উল্লাসে সহসা নিদ্রা ভাঙিল আমার।
একি উষা দিলে তুমি আবার আঁধার?

নিম্নস্থ চারি পংক্তি স্বপ্নাবস্থায় বন্ধু দর্শনে চিত্তের প্রকৃত কার্য্যই প্রকাশ করিতেছে।

প্রণয়ের পাত্র সহ হইলে মিলন,
উথলে আহ্লাদ চিতে, সুধা বর্ষে চারি ভিতে,
বিজলির সম হাসি উজলে আনন,

মানস সরস মাঝে, আশা কমলিনী সাজে,
হেরিয়া নয়নে পুনঃ সুখের তপন,
রোগ শোক দূরে যায়, ইচ্ছা হয় পুনরায়,
সংসার তরঙ্গে রঙ্গে চালাই জীবন।
প্রণয় বিষয় আজি বুঝি আমি ভালো
বন্ধু সনে যে সকল, দেখিতাম নিরমল,
আজি সে সকল আমি দেখি যেন কালো
সে কালে শীতল কর, দিতে তুমি সুধাকর
তুমিও এখন মম মনাগুণ জ্বালো
তোমারো মলয়ানিল, শীতলতা গুণ ছিল,
এখন কেবল তুমি শোক শিখা পালো।'

প্রথমোদ্ধৃত কবিতাব নিম্নে পংক্তি চতুষ্টয় রূপ অলঙ্কারে লক্ষিত হইয়া মানসি প্রকৃত বৃত্তির বিষয় প্রকাশ করিয়াছে। মিলনে মনোমধ্যে যে রূপ আনন্দ লহরী বহিতে থাকে, বন্ধু বিচ্ছেদে ঐ সমস্ত রম্য বস্তু দর্শনেও সেইরূপ মনের ক্ষোভ উৎপাদন করিয়া থাকে। গ্রন্থকর্ত্তা ইহা শেষোক্ত কবিতায় সুনিশ্চিত করিয়া শব্দ নিবদ্ধ করিয়াছেন। ফলে ইনি পুস্তকখানি রচনা করিয়া যে কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন

তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহাতে এরূপ স্থল অনেক অছে, যাহা উদ্ধৃত কবিয়া পাঠকগণকে সুখি ক রতে পারি, কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে তদ্‌বিষয়ে নিরস্ত হইতে হইল।"

'মিত্রবিলাপে' সন্নিবিষ্ট কবিতাগুলি নানা ছন্দে রচিত হইয়াছে। 'উত্তানপাদে্‌ব প্রতি সুনীতি' নাম্নী কবিতাটি মাইকেলের 'বীরাঙ্গনা'র আদর্শে অ.মত্রাক্ষর ছন্দে রচিত।

'কাব্যকলাপ'। কটকে অবস্থানকালেই ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ২২শে মে বাজকৃষ্ণের আর একটি কাব্যগ্রন্থ—"কাব্যকলাপ" প্রকাশিত হয়। গ্রন্থেব 'মঙ্গলাচরণে' তঁহাব পূর্ব্বোল্লিখিত রচনার উল্লেখ আছে ঃ—

"কৃপা করি, শ্বেতভুজে ভকত বৎসলে,
আবাব দেহি মা স্থান চরণ-কমলে।
ভ্রমিব মনের রঙ্গে, পুনঃ কবিবুল সঙ্গে,
তব পদচিহ্ন ধ্যান করি কুতুহলে।
প্রবেশি 'যৌবনোদ্যান' প্রথমে আরম্ভি গান,
'মিত্রেব' মরণে পরে ভাসি নেত্র-জলে,

কখন বিহঙ্গ গীত, চিত্ত করে বিস্ফারিত,
কভু বা চিন্তার' সনে বেড়াই বিরলে ,
কভু খুলি ভূতদ্বার, দেখি 'বুদ্ধ' শয্যাগার,
প্রেমের বন্ধন যবে ছিঁড়ে ধর্ম্মবলে।
দীনে যেন থাকে মায়া, দেহি মাগো পদছায়া,
নূতন সঙ্গীত রসে বসিব সকলে।
শরীরে ত গুণ নাই, তোমার করুণা চাই ;
হিমবিন্দু সূর্য্যালোকে গণ্যে মুক্তাফলে।"

এই কাব্যগ্রন্থে আশাব প্রভাব (১ম কাণ্ড), সন্তোষ সাধন, হর্ষ, মনোবৃত্তিগণেব নৃত্য এবং গঙ্গাবতরণ কাব্য (১ম সর্গ) এই পাঁচটি দীর্ঘ কবিতা আছে। গঙ্গবাতবণ কাব্যটি অতি সুন্দব সনাতন ভাবোদ্দীপক। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ এই কাব্যটি লিখিতে আবম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম সর্গেব অধিক আর লেখেন নাই। বাজেন্দ্রলাল মিত্র এই গ্রন্থটিব সম্পর্কে লিথিয়াছিলেন "মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভাবুক, বসজ্ঞ, এবং সুলেখক ; তাঁহার বচনা পাঠে সহৃদয়বর্গেব তৃপ্তি জন্মিয়া থাকে। আমবা 'কাব্যকলাপ' পাঠে আনন্দানুভব কবিয়াছি।"

Origin of Language. (ভাষাতত্ত্ব)।

এই সময়েই, অর্থাৎ ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে মে মাসে রাজকৃষ্ণ কটক ডিবেটিং ক্লাবে ইংরাজী ভাষায় আর একটি বক্তৃতা দেন। উহার বিষয় **Origin of Language** বা ভাষাতত্ত্ব। কয়েক বৎসর পরে 'বঙ্গদর্শনে' ১২৭৯ চৈত্রে রাজকৃষ্ণ এই বিষয়টিই আবও বিশদভ'বে বুঝাইবার চেষ্টা কবিয়াছিলেন। আমরা সেই প্রবন্ধটির বিচার করিবার সময় এই বিষয়ের আলোচনা করিব বলিয়া এক্ষণে এ সম্বন্ধে কিছু বলিতে বিরত হইলাম।

Hindu Mythology. (হিন্দু দেবতত্ত্ব)।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ৩১শে জুলাই রাজকৃষ্ণ কটকে আর একটি বক্তৃতা দেন। উহার বিষয় ছিল **Hindu Mythology**। আমরা এই প্রস্তাবটি দেখিবার সুযোগ পাই নাই। সম্ভবতঃ উহাতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই পরে 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮১-২ সালে 'দেবতত্ত্ব' নামক প্রবন্ধে বিশদভাবে বিবৃত করিয়াছিলেন।

"**রাজবালা**।" কটকে অবস্থানকালে রাজকৃষ্ণের আরও একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এখানি কাব্য-গ্রন্থ নহে—ইতিহাসমূলক আখ্যায়িকা—'রাজবালা'। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে আশ্বিন মাসে উহা প্রকাশিত হয়।

রাজকৃষ্ণের জন্মস্থান গোস্বামী-দুর্গাপুর নামক গ্রামের পত্তন সম্বন্ধে যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে তাহাই এই আখ্যায়িকার আখ্যানবস্তু। যখন বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি অভিনব আদর্শে রচিত উপন্যাসাবলী প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল, তখন এরূপ গ্রন্থ প্রকাশের আবশ্যকতা ছিল কিনা প্রশ্ন উঠিতে পারে। কিন্তু একথা স্মর্ত্তব্য যে যেখানে সঠিক ইতিহাসের উপকরণ দুর্লভ, সেখানে এরূপ কিম্বদন্তী রক্ষা করার মূল্য আছে এবং বাঙ্গালার ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখক এই আখ্যায়িকা লিপিবদ্ধ করিয়া—একটি নূতন পথ দেখাইয়া—ভালই করিয়াছিলেন।

রাজকৃষ্ণের এই প্রথম গদ্যরচনার কিছু নিদর্শন দিই—"আশা, তোমার কি মোহিনী শক্তি! তুমি

মরীচিকাবৎ বারম্বার ছলনা কর, তাহাতেও তোমার প্রতি লোকের বিশ্বাস যায় না। তুমি দূরস্থ পদার্থ-পুঞ্জ এমন সুন্দর বর্ণে চিত্রিত কর, যে তাহারা জন-মনোহররূপে নিরন্তর নরচিত্ত আকর্ষণ করে। সুখলোভে সকলে তোমার অনুবর্ত্তী হয়, কিন্তু কজনে বাঞ্ছিত ফল পাইয়া থাকে? তুমি আলেয়ার ন্যায় মাঝে মাঝে দীপ্তি দান কর, কিন্তু যে তোমার অনুসরণ করে, তাহাকে কত গর্ত্তে, বিলে বা জলাভূমিতে পড়িতে হয়। সঙ্কটে শরণাপন্ন লোকদিগকে তুমি কত প্রবোধ দেও, কত নূতন পথের কথা কহিয়া থাক কত নূতন দেশের প্রফুল্ল মুখ দূর হইতে দেখাও; কিন্তু কতবার তাহারা পরিশেষে তোমার প্রতারণা বুঝিতে পারে। হয়ত কিছু দূর অগ্রসর হইয়াই এমন অন্ধকারে পতিত হয়, যে সে স্থান হইতে আর কোন পথ দেখিতে পায় না। অথবা যে বস্তু লক্ষ্য করিয়া যাইতেছিল, তাহা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়। কিম্বা নির্দ্দিষ্ট প্রদেশে উপস্থিত হইয়া দেখে, যে কুসুমপুঞ্জের উদ্দেশে আসিয়াছিল তাহা কীটে

পরিপূর্ণ, যে সুধার জন্য এত যত্ন করিয়াছিল তাহা হলাহলে জড়িত।

"কিন্তু, আশা, তাই বলিয়া তোমায় নিন্দা করি না। সংসারে এত দুঃখ যে তুমি সাহস দিয়া দূরে সুখের চিত্র না দেখাইলে জীবন অসহ্য হইয়া উঠিত। যেখানে সম্পূর্ণ অন্ধকার, সেখানে আলেয়ার আলোও ভাল। যখন নিশাকালে গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হয়, যখন তারকাকুল ভয়াকুল হইয়া নেত্র নিমীলিত করে, যখন শশাঙ্ক আতঙ্কে অন্তর্হিত হন, যখন দশদিক্ নিবিড় তিমিরে আবৃত হইয়া অকূল, অতল নদী সাগরের ন্যায় দেখায়, তখন যে চপলার ক্ষণহাস্যও পথহারা পথিকের একান্ত বাঞ্ছনীয়, তাহার আর অনুমাত্র সংশয় নাই।"

রাজকৃষ্ণের মনোহর রচনা-পদ্ধতির নিদর্শন অধিক দিবার স্থান নাই, কিন্তু যদি কোনও পাঠক এই 'সেকেলে' আখ্যায়িকা মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন তাহা হইলে অনেক স্থলেই গ্রন্থকারের রচনা-শক্তি দেখিয়া চমৎকৃত হইবেন।

বহরমপুরে আইন অধ্যাপক।

বঙ্গগৌরব স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বহরমপুরের আইন-অধ্যাপকের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারী রাজকৃষ্ণ দুইশত টাকা মাসিক বেতনে তৎপদে প্রতিষ্ঠিত হন। অধ্যাপকের কার্য্য করিয়া তিনি ওকালতী করিবারও অনুমতি পাইয়াছিলেন। এখানে এবাবে তিনি প্রায় ছয় মাস ছিলেন। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে স্থানান্তরিত হন এবং সম্ভবতঃ এই স্থানেই বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত তাঁহার আজীবনব্যাপী প্রগাঢ় বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়।

পাটনায় দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপনা। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই রাজকৃষ্ণ পাটনা কলেজে তিন শত টাকা বেতনে দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি কটকে অবস্থানকালে উড়িয়া ভাষা, বহরমপুরে সংস্কৃত এবং পাটনায় উর্দ্দু, পারসী ও হিন্দীভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করেন। তিনি আজীবন ছাত্রের ন্যায় অধ্যয়নশীল ছিলেন।
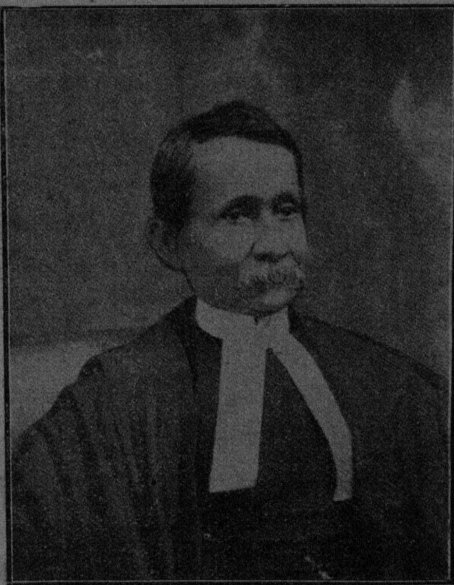
শুর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

Theory of Morals (নীতিতত্ত্ব)।

পাটনায় অবস্থানকালে রাজকৃষ্ণ তাঁহার ছাত্রগণের নিকট Theory of Morals বা নীতিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটি ইংরাজী বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতাটি কটকে প্রদত্ত Origin of Language নামক বক্তৃতার সহিত একত্র মুদ্রিত হইয়া ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। শিক্ষাবিভাগের অলঙ্কার স্বরূপ, সুপণ্ডিত স্যামুয়েল লব্ তাঁহার বক্তৃতা পাঠ করিয়া প্রীত হইয়া লিখিয়াছিলেন "I am glad that like your master Hume, you pay as much attention to style as to matter." অর্থাৎ "তুমি তোমার গুরু হিউমের ন্যায় রচনা ভঙ্গীতেও প্রতিপাদ্য বিষয়ের ন্যায় মনোযোগ দিয়াছ দেখিয়া আমি প্রীত হইয়াছি।" এই লব সাহেবের নিকট স্যর গুরুদাস প্রভৃতিও দর্শন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইনি কোম্‌তের শিষ্য ছিলেন এবং ধ্রুবদর্শন এবং অন্যান্য দার্শনিক বিষয়ে ইহার কয়েকখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ আছে। ইনি কিছুকাল কৃষ্ণনগর ও হুগলী কলেজের
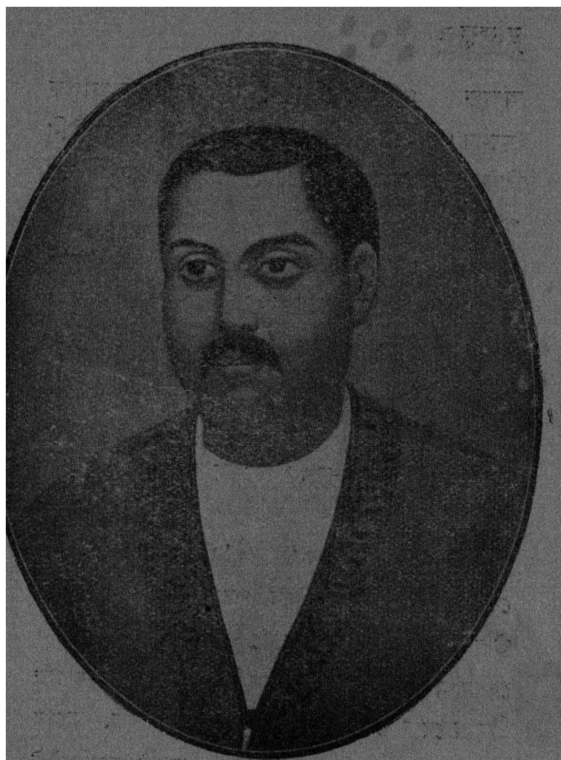
গিরিশচন্দ্র ঘোষ

অধ্যক্ষ এবং প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। অল্পবয়সে মৃত্যুমুখে পতিত না হইলে ইনি শিক্ষাবিভাগের অনেক সংস্কার সাধিত করিয়া যাইতে পারিতেন।

কলিকাতায় প্রত্যাগমন। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে রাজকৃষ্ণ কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। শিক্ষাবিভাগে তখন এতদ্দেশ-বাসিগণের উন্নতির বেশী আশা ছিল না দেখিয়া তিনি হাইকোর্ট ওকালতীর সঙ্কল্প করিলেন। জুন মাসে তিনি এই উদ্দেশ্যে লাইসেন্স লন।

"বেঙ্গলী" সম্পাদন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে সেপ্টেম্বর 'বেঙ্গলী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ পরলোক গমন করেন। তাঁহার স্বর্গারোহণের পরে 'বেঙ্গলী' পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গিরিশচন্দ্রের মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ ও তাঁহার বন্ধু কৈলাসচন্দ্র বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্যাচার্য্য চন্দ্রনাথ বসু
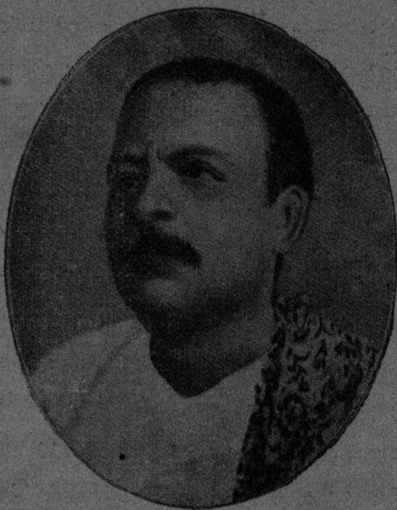
বেচারাম চট্টোপাধ্যায়

প্রভৃতি সবিদ্বান ব্যক্তিগণের সাহায্যে উক্ত পত্র-খানিকে জীবিত রাখিয়াছিলেন। শ্রীনাথ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন এবং কয়েক বৎসর পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস চেয়ারম্যান হন। কৈলাসচন্দ্র রাজস্ব বিভাগে অতি উচ্চ কর্ম্ম (এসিষ্টাণ্ট কণ্ট্রোলার জেনারেলের কার্য্য) করিতেন। তারাপ্রসাদ ও চন্দ্রনাথ বাবুর ও অবসর অধিক ছিল না। সুতরাং বেচারাম রাজকৃষ্ণকে 'বেঙ্গলী'র সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। যদিও বেচারাম বেঙ্গলীর সম্পাদক বলিয়া অনেকের নিকট পরিচিত ছিলেন, রাজকৃষ্ণই যথার্থ সম্পাদক ছিলেন। স্যর সুরেন্দ্রনাথ তদীয় আত্মচরিতে যদিও লিখিয়াছেন যে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন 'বেঙ্গলী' পত্র নিজহস্তে গ্রহণ করেন, তখন বেচারাম উহার সম্পাদক ছিলেন, তিনিই ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে 'বেঙ্গলী'তে রাজকৃষ্ণের মৃত্যুবিষয়ক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলেন "He was the Editor of this journal before we took charge of it, and it will be

for the readers of the *Bengalee* to say with what conspicuous ability and with what rare and single minded honesty of purpose, he discharged his editorial duties".

"আমরা এই পত্রের সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে তিনি ইহার সম্পাদক ছিলেন এবং "বেঙ্গলী"র পাঠকেরা অবগত আছেন কিরূপ অসাধারণ নিপুণতাসহকারে এবং কিরূপ অপূর্ব্ব ও একনিষ্ঠ সাধুতার সহিত তিনি তাঁহার সম্পাদকীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন।"

শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও এই সময়ে তৎ-সম্পাদিত 'রেইস এণ্ড রায়ত' পত্রে লিখিয়াছিলেন "He was long the editor of the *Bengalee*". 'নেশন' সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং অন্যান্য সংবাদপত্র সম্পাদকগণও তাঁহাকে 'বেঙ্গলী'র সম্পাদক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সেকালে সংবাদপত্রের সাময়িক সন্দর্ভগুলিতেও সাহিত্যের উচ্চতম আদর্শ অনুসৃত হইত, এবং

যদিও তখন 'বেঙ্গলী' পত্র সাপ্তাহিক ছিল, উহার সম্পাদনের জন্য রাজকৃষ্ণকে যথেষ্ট ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকার করিতে হইয়াছিল সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, দেশের ও সমাজের সেবার জন্যই তিনি এই গুরুভার দীর্ঘকাল বহন করিয়াছিলেন; কারণ, তখন সংবাদপত্র সম্পাদন দ্বারা আর্থিক উন্নতিলাভের কোনও আশা ছিল না। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ বিনামূল্যে এই পত্র বেচারাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করেন, কেবল দলীলটি আদালত-গ্রাহ্য করিবার নিমিত্ত এটর্ণি রমানাথ লাহা মহাশয় উহাতে দশটাকা মাত্র মূল্য প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া লিখিয়া দিয়াছিলেন।

"এডুকেশন গেজেট"। এই সময়ে রাজকৃষ্ণ ঋষিকল্প ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত 'এডুকেশন গেজেটে' এবং অন্যান্য সাময়িক পত্রে বাঙ্গালা কবিতাদি প্রকাশিত করেন। কিন্তু যে পত্রের সহিত তিনি দীর্ঘকাল লেখকরূপে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাহার বিষয় পরে বিবৃত হইতেছে।
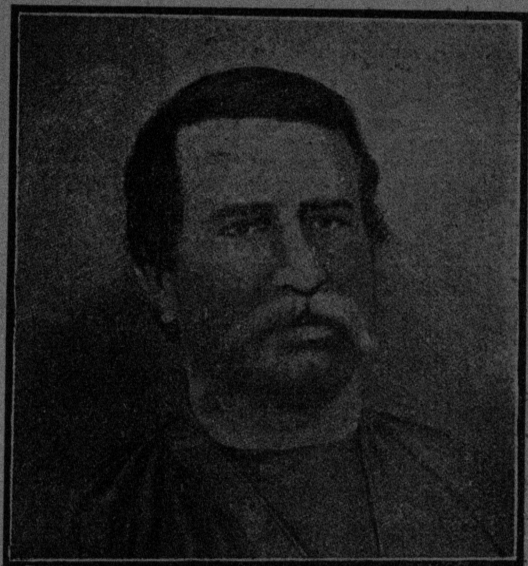
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, সি-আই-ই

রাজকৃষ্ণ

"বঙ্গদর্শন"। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। এই বৎসরেই বঙ্গবাণীর বরপুত্র বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার বিশ্ববিশ্রুত 'বঙ্গদর্শন' পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই সময়ের কথায় লিখিয়াছেন :

"তখন বঙ্গসাহিত্যের যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদের সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্য্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।

"পূর্ব্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম তাহা দুই কালের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্ত্তেই অনুভব করিতে পারিলাম। কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি; কোথায় গেল সেই বিজয়বসন্ত, সেই গোলে-বকাওলি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত এত আশা, এত বৈচিত্র্য! বঙ্গদর্শন যেন তখন আষাঢ়ের প্রথম বর্ষার মত। মুষলধারে ভাববর্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী সমস্ত নদী
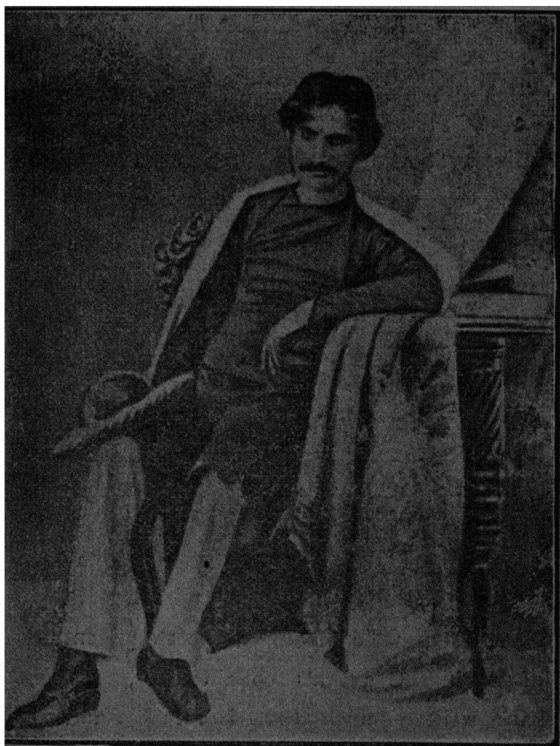
রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর, সি-আই-ই

নির্ঝরিণী অকস্মাৎ পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া যৌবনের আনন্দবেগে ধাবিত হইতে লাগিল। কত কাব্য নাটক উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচন', কত মাসিক পত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল। বঙ্গভাষা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"

বঙ্গভাষার সেই প্রথম যৌবনোন্মেষকালে যাঁহারা তাঁহার প্রসাধন কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে রাজকৃষ্ণের স্থান অতি উচ্চে। বহু তথ্যপূর্ণ, সারগর্ভ, চিন্তাশীল ও মনোজ্ঞ প্রবন্ধে তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র পৃষ্ঠাগুলি অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত, তদ্বিরচিত Literature of Bengal নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন,

"Raj Krishna Mukerjee and Chandra Nath Basu were among the most eminent of Bankim Chandra's collaborators, and have written much that is valuable and thoughtful. Raj Krishna was a man of
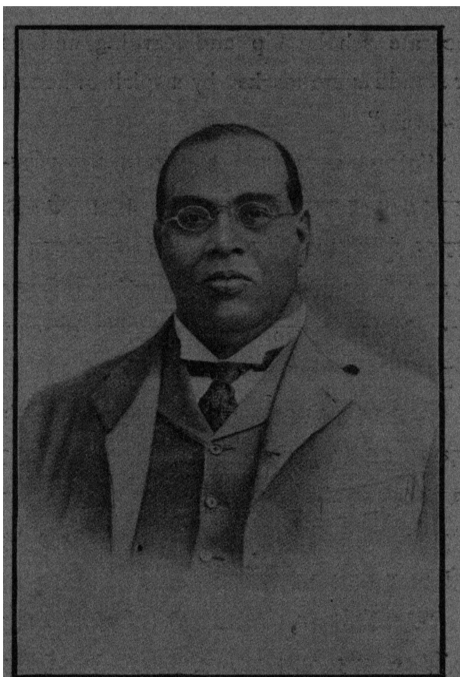
রমেশচন্দ্র দত্ত সি-আই-ই

accurate scholarship and learning, and his Prabandhas are marked by a spirit of honest research."

"রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও চন্দ্রনাথ বসু বঙ্কিম-চন্দ্রের শ্রেষ্ঠতম সহযোগিগণের মধ্যে গণ্য। তাঁহারা অনেক মূল্যবান ও চিন্তাশীল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রাজকৃষ্ণ বিশুদ্ধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহার প্রবন্ধসম্পদে সত্যান্বেষিণী গবেষণার প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়।"

কিন্তু চন্দ্রনাথ রাজকৃষ্ণের বহুদিন পরে 'বঙ্গদর্শনে'র লেখক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন। প্রথম যে চারি বৎসর 'বঙ্গদর্শন' বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত করিয়াছিলেন, তাহাতে চন্দ্রনাথের একটিও প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় নাই। চন্দ্রনাথ স্বয়ং লিখিয়াছেন,

"যাহা লিখিতাম, ইংরাজীতেই লিখিতাম। 'বঙ্গ-দর্শন' পড়িতে ভাল লাগিত, ইচ্ছা হইত উহাতে লিখি, কিন্তু লিখিতে সাহস হইত না। তাহার পর বাঙ্গালায় মন গেল, এবং কলিকাতা রিভিউ নামক
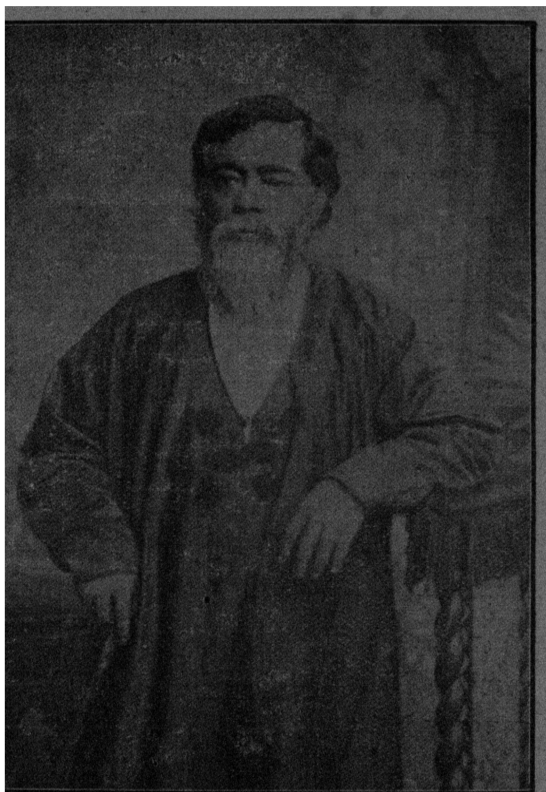
চন্দ্রনাথ বসু

ত্রৈমাসিক ইংরাজী পত্রে বাঙ্গালা গ্রন্থের সমালোচনা করিতে লাগিলাম। কৃষ্ণকান্তের উইলের সমালোচনা পড়িয়া বঙ্কিম বাবু বাঙ্গালা লিখিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। তখন বঙ্গদর্শন সঞ্জীব বাবুর হাতে। 'বঙ্গদর্শনে' অভিজ্ঞান শকুন্তলের আলোচনা লিখিতে আরম্ভ করিলাম।"

বঙ্গদর্শনের সপ্তম বর্ষে চন্দ্রনাথের 'অভিজ্ঞান শকুন্তল'—সমালোচনা প্রকাশিত হয়। রাজকৃষ্ণ প্রথম বর্ষ হইতেই বঙ্গদর্শনের লেখক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে'র অনুষ্ঠানপত্রে নিম্নলিখিত লেখক-গণের নাম বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল :—

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

লেখকগণ—শ্রীযুক্ত দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যো-পাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামদাস সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার।

ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় মনে হইতে পারে যে যাঁহার

অসংখ্য প্রতিভাদীপ্ত প্রবন্ধাবলী বঙ্গদর্শনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এবং উহার প্রভূত গৌরববর্দ্ধন করিয়াছিল, সেই রাজকৃষ্ণের নাম প্রথমবারে বিজ্ঞাপিত হয় নাই। ইহার কারণ এই যে বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুরে যাইবার কয়েক মাসের মধ্যেই রাজকৃষ্ণ পাটনা কলেজে যান, এবং "বঙ্গদর্শনে"র আবির্ভাবের পূর্ব্বে বাঙ্গালা প্রবন্ধকার বলিয়া তাঁহার পরিচয় পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যখন তিনি "বঙ্গদর্শনে" একবার লেখকরূপে আবির্ভূত হইলেন তখন তিনি অনায়াসেই বঙ্কিম-মণ্ডলে আপনার গৌরবময় আসন অধিকার করিয়া লইলেন। চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন:—"আলিপুরে বদলী হইলে বঙ্কিম বাবু কলিকাতায় বাসা করিয়াছিলেন। তখন প্রত্যেক ছুটীর দিন বৈকালে ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এবং আমি তাঁহার বাটীতে যাইতাম। নানাশাস্ত্রজ্ঞ, গভীর প্রকৃতি, বালকবৎ-সরলতা-শোভিত রাজকৃষ্ণকে বঙ্কিম বাবু যেমন ভালবাসিতেন, তেমনই ভক্তি করিতেন।"

প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টারে রাজকৃষ্ণকে

'বঙ্গদর্শনের' সহযোগী সম্পাদক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক ছিলেন বলিয়া আমাদের ধারণা নাই, কিন্তু 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদকের উপর যে তাঁহার যথেষ্ট প্রভাব ছিল তাহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় থাকিতে পারে না।" এতৎ-সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্তৃক বিবৃত একটী ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইতে পারে। ভারতমহিলার চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া ছাত্রাবস্থায় শাস্ত্রী মহাশয় প্রবন্ধ পরীক্ষক মহামহোপাধ্যায় মহেশ-চন্দ্র ন্যায়রত্ন, গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন এবং উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয়গণ কর্ত্তৃক মহারাজ হোলকার প্রদত্ত পুরস্কার পাইবার যোগ্য বিবেচিত হন। লেখকরূপে সুপরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষায় শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র 'আর্য্যদর্শন'-সম্পাদক যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের শরণাপন্ন হন। কিন্তু প্রবন্ধলেখকের মতের সহিত তাঁহার মতানৈক্য থাকায় তিনি 'আর্য্যদর্শনে' উহা প্রকাশিত করিতে অসম্মত হইলেন। গুণগ্রাহী রাজকৃষ্ণ হরপ্রসাদকে

স্নেহ করিতেন। তিনি বলিলেন "তুমি যদি ইচ্ছা কর, আমি উহা বঙ্গদর্শনে' ছাপাইয়া দিতে পারি।" হরপ্রসাদ বলিলেন "আর্য্যদর্শনে' যাহা লয় নাই, 'বঙ্গদর্শনে' তাহা লইবে, এ আমার বিশ্বাস হয় না।" তিনি বলিলেন "সে ভাবনা তোমার নয়।" তাহার পর একদিন কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমের সহিত হরপ্রসাদের পরিচয় করিয়া দিয়া রাজকৃষ্ণ উহা বঙ্গদর্শনে প্রকাশের ব্যবস্থা করিয়া দেন। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় বলিয়াছিলেন "নন্দের ভাই বাঙ্গালা লিখিয়াছে, রাজকৃষ্ণ সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, যাহাই হোক আমাকে উহা ছাপাইতে হইবে।" সম্পাদক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র কিরূপ কর্ত্তব্যপরায়ণ এবং 'খাতির নাদারদ' ছিলেন তাহা সকলেই জানেন। রাজকৃষ্ণের বিচার-শক্তির উপর অচলা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসই সে তাঁহাকে এক কথায় অঙ্গীকারবদ্ধ হইতে বাধ্য করিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বঙ্গদর্শনে রাজকৃষ্ণের যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল:

রাজকৃষ্ণ

১।	জ্ঞান ও নীতি	১২৭৯	আষাঢ় ও আশ্বিন
২।	ভাষার উৎপত্তি	"	চৈত্র
৩।	প্রতিভা	১২৮০	আষাঢ়
৪।	কার্য্যকারণ সম্বন্ধ	,,	মাঘ
৫।	শ্রীহর্ষ	১২৮১	বৈশাখ
৬।	চার্ব্বাক দর্শন	,,	শ্রাবণ ও কার্ত্তিক
৭।	ঐতিহাসিক ভ্রম	,,	ভাদ্র
৮।	দেবতত্ত্ব (প্রথম প্রস্তাব)		আশ্বিন
৯।	কোম্‌ত দর্শন	,,	পৌষ
১০।	ভাবত-মহিমা	,,	মাঘ
১১।	সমাজ বিজ্ঞান	,,	ফাল্গুন
১২।	দেবতত্ত্ব (দ্বিতীয় প্রস্তাব)	১২৮২	বৈশাখ
১৩।	বিদ্যা`তি	,,	জ্যৈষ্ঠ
১৪।	মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ	,,	আষাঢ়
১৫।	সভ্যতা	১২৮৪	আষাঢ
১৬।	প্রাচীন ভাবতবর্ষ	১২৮৪	শ্রাবণ

এতদ্ব্যতীত রাজকৃষ্ণের কতকগুলি অনবদ্য কবিতাও হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্রের হীরকের ন্যায় সমুজ্জ্বল

কবিতানিচয়ের সহিত "বঙ্গদর্শন"কে দীপ্ত করিয়াছিল।

১। "জ্ঞান ও নীতি"। সুপ্রসিদ্ধ পুরাবৃত্তবিৎ বাক্‌ল্‌ "সভ্যতার ইতিহাস" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই মত সমর্থন করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন যে মনুষ্যের জ্ঞানের উন্নতি আছে, নীতির উন্নতি নাই। রাজকৃষ্ণ 'জ্ঞান ও নীতি' নামক প্রবন্ধে অনেক দেশের ও জাতির সামাজিক ইতিহাসের আলোচনা করিয়া প্রমাণিত করেন যে সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত কেবল জ্ঞানের নহে, নীতিরও উন্নতি হইয়াছে।

২। "ভাষার উৎপত্তি।" ভাষার উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনটী মত আছে, ১ম অপৌরুষেয়ত্ববাদ, ২য় সম্মতিবাদ, ৩য় অনুকৃতিবাদ। অপৌরুষেয়ত্ব-বাদীরা বলেন যে ভাষা মনুষ্যনির্ম্মিত নহে, ঈশ্বর প্রদত্ত। সম্মতিবাদীরা বলেন যে কতকগুলি লোক পূর্ব্বকালে একত্রিত হইয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছিল যে এই পদার্থের এই এই নাম দেওয়া যাইবে। অনুকৃতিবাদীরা বলেন যে, কোন বস্তু হইতে যে

প্রকার শব্দ নির্গত হয়, অথবা তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া আকস্মিক চিত্তাবেগে আমাদের মুখ হইতে স্বভাবতঃ যেরূপ স্বর নিঃসৃত হয়, সেইরূপ শব্দ বা স্বরের অনুকরণে ভাষার উৎপত্তি। রাজকৃষ্ণ তিনটী মত বিচার করিয়া শেষোক্ত মতের সমর্থন করেন। প্রবন্ধ রচনাকালে অনুকৃতবাদই প্রবল ছিল, কিন্তু পরে Sayce প্রভৃতি দেখাইযাছেন উহা অসম্পূর্ণ এবং তদতিরিক্ত সমাজ-সম্মিলনে ভাষার আর একটী উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

৩। "প্রতিভা।" এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বলেন যে প্রতিভা যদিও স্বাভাবিক শক্তি, তথাপি উহা শিক্ষানিরপেক্ষ নহে। "যিনি যে প্রকার শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করুন না কেন, উপযোগী অবস্থায় পতিত না হইলে তাঁহার প্রতিভা বিকশিত হইতে পারে না। একটি সতেজ বৃক্ষও ছায়ায় প্রোথিত করিলে, তাহা সূর্য্য-কিরণাভাবে হতশ্রী ও নিস্তেজ হইয়া যায়। প্রকৃতি-বিরুদ্ধ ঘটনাসমূহে সমাকৃত হইলে, স্বাভাবিক তেজস্বিতা অন্তর্হিত হয়। প্রতিকূল সংসর্গে বিপদেরই

সম্ভাবনা। * * প্রতিভার বিকাশ নিমিত্ত অনুকূল শিক্ষার প্রয়োজন।"

৪। "কার্য্যকারণ সম্বন্ধ।" কার্য্যকারণ সম্বন্ধ কি প্রকার এবং তদ্বিষয়ে এতদ্দেশীয় বিভিন্ন সম্প্রদায়স্থ দার্শনিকদের মত কতদূর সত্য, তাহা এই প্রবন্ধে প্রদর্শিত হয়।

৫। "শ্রীহর্ষ"। ১২৭৯ সালের ফাল্গুন মাসের "বঙ্গদর্শনে" পুরাতত্ত্ববিৎ রামদাস সেন মহাশয় শ্রীহর্ষ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেন। উহাতে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষ 'রত্নাবলী'র রচয়িতা এবং আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বঙ্গদেশে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তন্মধ্যে যিনি চট্টোপাধ্যায়দিগের পূর্ব্বপুরুষ তিনিই নৈষধকার। রাজকৃষ্ণ কতকগুলি যুক্তি প্রদর্শন করিয়া বলেন রামদাস বাবুর দুইটী সিদ্ধান্তেই ভ্রম আছে।

৬। "চার্ব্বাক দর্শন।" এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ সংক্ষেপে নাস্তিক দর্শনান্তর্গত চার্ব্বাক দর্শনের সমালোচনা করিয়াছেন।

৭। "ঐতিহাসিক ভ্রম।" প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদেই উহার উদ্দেশ্য বিবৃত হইয়াছে।—"অনেকের মনে তিনটি সিদ্ধান্ত বদ্ধমূল আছে। প্রথমটী এই যে বাঙ্গালীরা কথনও বিদেশ বিজয় করে নাই; দ্বিতীয়টী এই যে, যে দিন বখতিয়ার খিলিজি সপ্তদশ জন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নবদ্বীপে প্রবেশ করিলেন, সেই দিনেই সেন বংশের রাজত্ব বিলুপ্ত এবং সমুদায় বাঙ্গলাদেশ মুসলমানদিগের পদানত হইল; তৃতীয়টী এই যে, মুসলমান ভূপালদিগের সময়ে যে ক্ষমতাপন্ন জমীদারদিগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহারা করসংগ্রাহক রাজকর্ম্মচারী ছিল মাত্র। আমরা প্রমাণ করিব যে, এ তিনটী সিদ্ধান্তই ভ্রমাত্মক।" বলা বাহুল্য, যে সকল যুক্তি দ্বারা রাজকৃষ্ণ তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণিত করিয়াছেন তাহা ইউক্লিডের প্রতিজ্ঞা পূরণে অবলম্বিত যুক্তির ন্যায় অকাট্য।

৮ ও ১২। "দেবতত্ত্ব।" কিরূপে হিন্দু দেব-দেবীর উৎপত্তি হইল তৎসম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক

গবেষণায় পরিপূর্ণ এই প্রস্তাবটী দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক নূতন আলোক বিকীর্ণ করিয়াছে।

৯। "কোম্‌ত দর্শন।" হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ স্যামুয়েল লব, আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি মনীষিগণ 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষের উৎসাহে তাঁহার পত্রে সর্ব্বপ্রথম ফরাসী দার্শনিক অগস্ত কোম্‌তের 'ধ্রুবদর্শন' এর আলোচনা আরম্ভ করেন। বিচারপতি দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি মনস্বিগণ শীঘ্রই কাম্‌তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং বাঙ্গালার কৃতবিদ্য সমাজে কোম্‌তদর্শন লইয়া মহা আন্দোলন আরম্ভ হয়। রাজকৃষ্ণ এই প্রবন্ধে সরলভাবে কোম্‌তের প্রধান প্রধান মতগুলির পর্য্যালোচনা করেন।

১০। "ভারতমহিমা।" ভূমণ্ডলের উন্নতি সম্বন্ধে ভারতবর্ষ কিরূপ সহায়তা করিয়াছেন, এই প্রবন্ধে সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। যে বিজ্ঞান লইয়াই বর্ত্তমান সভ্যজাতির গৌরব, সেই বিজ্ঞানের মূল গণিত শাস্ত্র ভারতবর্ষেই উৎপন্ন। নয়টী অঙ্ক এবং

শূন্যের সাহায্যে সমুদায় সংখ্যা লিখিবার রীতি, পাটীগণিতের দশগুণোত্তর সংখ্যালিখন-প্রণালী, বীজগণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি হিন্দুরাই আবিষ্কৃত করেন। রসায়ন, চিকিৎসা-শাস্ত্রের মূলও ভারতবর্ষে। যে প্রখর প্রতিভা হইতে পাটীগণিত, বীজগণিত ও রসায়ণ সমুদ্ভূত, তাহারই গুণে একটী নূতন বর্ণমালারও সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীতে ৩টী বর্ণমালা আছে,—চীনদেশীয়, ফিনিসীয় এবং ভারতবর্ষীয়। কণ্ঠ, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ এইরূপ উচ্চারণ স্থানভেদে বর্ণোৎপত্তি কল্পিত বলিয়া ভারতবর্ষীয় বর্ণমালাটী যেরূপ বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গঠিত অন্য দুইটী তদ্রূপ নহে। বুদ্ধদেব প্রভৃতি মহাপুরুষের জন্ম দিয়া ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে ভারতবর্ষ মনুষ্য সমাজের মহোপকার করিয়াছেন। ভারতবাসীরা সিংহল, যব ও বালিদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপিত করিয়াছিলেন এবং অর্ণবপোতে মুক্তা, দারুচিনি, এলাচ, কার্পাস ও রেশমী বস্ত্রাদি পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রেরণ করিতেন। প্রবন্ধের উপসংহারে রাজকৃষ্ণ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বলেন

"ভারতবর্ষ বহুকাল পর্য্যন্ত অধিকাংশ সভ্য জনপদের কার্পাস ও রেশমী কাপড় যোগাইত। ইংরেজদিগের লিখিত গ্রন্থেই দৃষ্ট হয় যে একশত বৎসর পূর্ব্বে এদেশে ঘরে ঘরে চরকা ঘুরিত এবং গ্রামে গ্রামে বস্ত্র ব্যবসায়ী লোক ছিল। কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। আমরা পরিধেয় বস্ত্রের জন্যও ইংরেজদিগের মুখ চাহিয়া থাকি। ম্যানচেষ্টবের কলেব কাপড়ই এখন আমাদিগের প্রধান অবলম্বন হইয়াছে। সকল বিষয়েই এইরূপ। যে দেশে পাটীগণিত, বীজগণিত ও বসায়নের সৃষ্টি, সেই দেশের লোকেরাই এখন বিদেশী বিজ্ঞানের ছিটাফোটা পাইয়াই আপনাদিগেব জন্ম সার্থক জ্ঞান করেন। যে দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি, সেই দেশের কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সামান্য বিলাতি লেখকদিগকে ধর্ম্মবিষয়ে গুরু বলিতে লজ্জিত হন না। আব কতকাল এইরূপ চলিবে? হে ভারত সন্তানগণ, ভারতের পূর্ব্ব মহিমা স্মরণ পূর্ব্বক সকলে একবার আপনাদিগের দুরবস্থা মোচনের চেষ্টা কর। তোমরা কি ছিলে এবং কি হইয়াছ, ভাবিয়া কি দেখিয়াছ?"

১১। "সমাজবিজ্ঞান।" এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বলেন "যদি জ্ঞানোন্নতিই সকল উন্নতির মূল হয়, তাহা হইলে জ্ঞানোন্নতির নিয়মই সামাজিক উন্নতির প্রধান নিয়ম হইবে, এবং যে সকল কারণে জ্ঞানোন্নতির সাহায্য করে, সেইগুলি সামাজিক উন্নতিরও সহায় হইবে।"

১২। "বিদ্যাপতি।" বঙ্গভাষার প্রথম ইতিহাস লেখক মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, "বাঙ্গলা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" রচয়িতা রামগতি ন্যায়রত্ন, মিঃ জন বীম্‌স প্রভৃতি অনেকেই বিদ্যাপতির জন্মস্থান ও আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ভুল করিয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ এই বহুগবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে প্রমাণিত করেন যে বিদ্যাপতি মৈথিল কবি ছিলেন এবং লক্ষ্মণাব্দের কাল স্থির করিয়া বিদ্যাপতির আবির্ভাব কাল নিরূপিত করেন। বীম্‌স সাহেব Indian Antiquary নামক প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক পত্রে বিদ্যাপতি সম্বন্ধে যে ভুল তথ্যের প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধ পাঠের পর তিনিই উক্ত পত্রের ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে

অক্টোবর সংখ্যায় ভুল বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনিই লিখিয়াছিলেন *

"It has been usual to speak of this poet as the earliest writer of Bengal and as his language is decidedly Hindi in type, the opinion has been held by myself and others that the Bengali language had at that time not fully developed itself out of Hindi.

This view is very distasteful to Bengalis, who are proud of their language and wish to vindicate for it an independent origin from some local form of Prakrit. They have apparently set to work to search out the age and country of Bidyapati, so as to show whether he was really a Bengali or not.

A very able article has appeared on the subject in the last number of that excellent

Bengali magazine, the Banga Darsana (no. 2, pt IV for Joistho 1282, say June 1875). It leaves something to be desired in the shape of clearer indication of the authorities on which the statements are founded and there are some points on which I still feel unsatisfied, but the *main conclusions are*, I think, *unassailable*.

One point, however, I was wrong about and must now abandon. From the expression in Padakalpataru 1317 "Pancha Gaurisvara" I and the pandits whom I consulted were led to suppose that the poet resided at Nadiya. ** The conclusion as to the poet's country being Nadiya did not even then seem to us to harmonize with his language.

To solve this question the writer in the Banga-Darsana starts by observing

that Bidyapati's contemporary Chandidas writes Bengali and this explodes the theory that Bengali was in that age unformed and closely resembling rustic Hindi. After discussing this point he goes on to show, from the celebrated meeting of the two poets that Bidyapati's home must have been in some place not very far from Birbhumy and he has been led by this argument to seek for it in the nearest Hindi speaking province ; for if Chandidas being a Bengali wrote Krishna hymns in his mother-tongue, it is a fair inference that Bidyapati would also use his mother-tongue, and as the language he uses is Maithile Hindi, the conclusion is that he was a native of Mithila. * * *

By a happy inspiration he appears to have thought of consulting some learned

men of the province of Mithila, which was nearly coextensive with the modern district of Trihut, occupying the country between the Ganges to the Himalayas and extending on the west as far as the Gandak river and on the east quite up to, if not beyond, the old bed of the Kusi river in Purneah. * * *

As the result of his researches he found that Bidyapati is still well-known in Trihut, and has left some lyrics which are still sung by the people and are in Maithile.

"সচরাচর এই কবি বাঙ্গলার অন্যতম প্রথম কবি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন, এবং যেহেতু তাঁহার ভাষা নিঃসন্দেহ হিন্দী ছাঁচের, আমি এবং অন্যান্য কোন কোন ব্যক্তির এই অভিমত ছিল যে তখনও পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষা হিন্দী হইতে আপনার বৈশিষ্ট্য লইয়া সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হইয়া উঠে নাই।

"বাঙ্গালীর নিকট এ অভিমত রুচিকব হয নাই। তাঁহাবা তাঁহাদেব মাতৃভাষার জন্য গর্ব্বিত, এবং উহা যে কোনও স্থানীয় প্রাকৃত ভাষা হইতে স্বতন্ত্রভাবে সৃষ্ট হইযাছে ইহা প্রমাণ কবিতে উৎসুক। ইহা প্রতীযমান হইতেছে যে তাঁহারা বিদ্যাপতিব দেশ ও কাল নির্ণয় কবিবাব জন্য বদ্ধপবিকব হইয়াছেন এবং তিনি যথার্থ বাঙ্গালী ছিলেন কিনা তাহা স্থিব কবিতে চাহেন।

"বঙ্গদর্শন' নামক উপাদেয বাঙ্গলা মাসিকপত্রের গত সংখ্যায (২য সংখ্যা ৪র্থ খণ্ড জ্যৈষ্ঠ ১২৮২ অর্থাৎ জুন ১৮৭৫) এই বিষযে একটি অতি সাবগর্ভ সন্দভ প্রকাশিত হইযাছে। কোন কোন সিদ্ধান্তেব মূলে যে সকল প্রমাণ আছে তৎসম্বন্ধে স্থানে স্থানে আবও একটু স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাবিলে ভাল হইত এবং যদিও কোনও কোনও বিযযে আমি এখও সন্তোষজনক উত্তব পাই নাই, তথাপি মুল সিদ্ধান্তগুলি, আমার বিবেচনায়, অধৃষ্য।

"একটি সিদ্ধান্তে আমাব ভ্রম হইযাছিল, তাহা

আমাকে স্বীকার করিতেই হইবে। পদকল্পতরুতে উল্লিখিত "পঞ্চ গৌড়েশ্বর' শব্দ হইতে আমি (ও আমার পরামর্শদাতা পণ্ডিতগণ) মনে করিয়াছিলাম যে কবি 'নদীয়া'য় বাস করিতেন। * * * অবশ্য তখনও নদীয়ায় কবির বাসস্থান এবং তাঁহার ভাষার সহিত অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়াছিলাম।

"এই প্রশ্নের সমাধানারম্ভে বঙ্গদর্শনের লেখক প্রথমেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে বিদ্যাপতির সমসাময়িক চণ্ডীদাস বাঙ্গলা ভাষায় কাব্য রচনা করিয়াছেন, ইহা হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে বাঙ্গালা ভাষা তৎকালে সম্পূর্ণ বিকশিত হইয়া উঠে নাই এবং উহা গ্রাম্য হিন্দীর মত ছিল এই মত ভ্রান্তিমূলক। এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া তিনি কবিদ্বয়ের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সম্মেলন হইতে দেখাইয়াছেন যে বিদ্যাপতি বীরভূমির নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে অবস্থান করিতেন এবং এইরূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়া বীরভূমির নিকটতম কোন প্রদেশে হিন্দী ভাষা ব্যবহৃত হয় তাহার সন্ধান করিয়াছেন, কারণ যদি চণ্ডীদাস

কৃষ্ণগীতি বাঙ্গালায় লিখিয়া থাকেন তাহা হইলে এইরূপ অনুমান স্বাভাবিক যে বিদ্যাপতিও তাঁহার মাতৃভাষায় রচনা করিয়া থাকিবেন এবং যেহেতু বিদ্যাপতির ভাষা মৈথিল হিন্দী, তিনি যে মিথিলার অধিবাসী এরূপ সিদ্ধান্তও ঠিক।

"শুভক্ষণে মিথিলাপ্রদেশের কতিপয় পণ্ডিতের সহিত তিনি পরামর্শ করেন। মিথিলা এখনকার ত্রিহুত জেলার সমবিস্তৃত ছিল (অর্থাৎ উহা গঙ্গা ও হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশটুকু—যাহার পশ্চিমে গণ্ডক নদী এবং পূর্ব্বে পুরাতন কুশী নদী)।

"তাহার গবেষণার ফলে তিনি অবগত হইয়াছেন যে বিদ্যাপতি এখনও ত্রিহুতে সুপরিচিত কবি এবং মৈথিল ভাষায় লিখিত তাঁহার কতকগুলি গীতিকবিতা এখনও তত্রত্য অধিবাসিগণ কর্তৃক গীত হইয়া থাকে।"

বিদ্যাপতি মৈথিল কবি হইলেও রাজকৃষ্ণ তাঁহাকে বাঙ্গালী কবিগণের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন, কারণ, তিনি লিখিয়াছেন "বল্লাল সেন বাঙ্গালা দেশ পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে মিথিলা এক ভাগ।"

রাজকৃষ্ণের এই আবিষ্কার পণ্ডিতগণ কর্তৃক উচ্চ কণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল, এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে এক নূতন আলোকপাত করিয়াছিল। বিদ্যাপতির পদাবলীর অন্যতম সম্পাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এক স্থানে লিখিয়াছেন, —

"১২৮২ সালের জৈষ্ঠ্য মাসের বঙ্গদর্শনে স্বর্গগত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে বিদ্যাপতির প্রকৃত ইতিহাস নির্ণয়ে যুগান্তর উপস্থিত হয়। তৎপূর্ব্বে এই কবির সম্বন্ধে লোকে যাহা জানিত তাহা লোক-প্রবাদ মাত্র। প্রকৃত কথা কেহ জানিত না, জানিবার তেমন কোন প্রয়াসও হয় নাই। রাজকৃষ্ণ বাবু প্রভূত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া, অসামান্য মৌলিক গবেষণা দ্বারা কবির সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য নিরূপণ করিলেন।"

রাজকৃষ্ণের প্রবন্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে বিদ্যাপতির পদাবলীর আলোচনায় কিরূপে আকৃষ্ট করিয়াছিল তৎসম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথ পুনশ্চ লিখিয়াছেন :—

"রাজকৃষ্ণ বাবুর প্রবন্ধ প্রকাশ হইবার অব্যবহিত
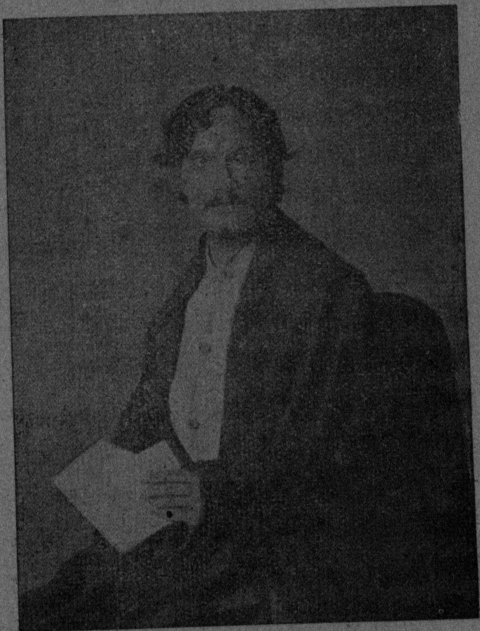
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

পরেই শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ' সঙ্কলনে ব্রতী হইলেন। বিদ্যাপতির পদাবলী সঙ্কলন ও টীকা প্রভৃতির ভার সারদাবাবু লইলেন, অবশিষ্ট গ্রন্থসমূহ অক্ষয়বাবু সম্পাদন করেন। পরে বিদ্যাপতির পদাবলী সারদা-বাবু স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন। * * * সারদাবাবু মেধাবী, সহপাঠিদিগের অগ্রণী, কর্ম্মক্ষেত্রে বিশেষ যশস্বী হইয়া এক্ষণে উচ্চতম ধর্ম্মাধিকরণে বিচারপতির আসন গ্রহণ করিয়াছেন। একদিকে রাজকৃষ্ণ বাবুর ন্যায় পণ্ডিতাগ্রগণ্য, বহু শাস্ত্রবিশারদ, চিন্তাশীল, মনীষী লেখকের আবিষ্কার, অপর দিকে সদ্য পরীক্ষোত্তীর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়-ভূষণ ছাত্রের উৎসাহপূর্ণ আগ্রহ - শিক্ষিত সমাজে বিদ্যাপতির আদর হইবার উপক্রম হইল। এতকাল এই মৈথিল কবি ভিক্ষুক বৈষ্ণবের কণ্ঠে ও কন্থায় আশ্রয় লইয়াছিলেন, বটতলায় জীর্ণ মলিন বেশ ধারণ করিয়াছিলেন, এতদিনে তাঁহার ভদ্রবেশে ভদ্রসমাজে স্থান হইল।"

১৪। "মনুষ্য ও বাহ্য জগৎ।" মানুষ, পূজা
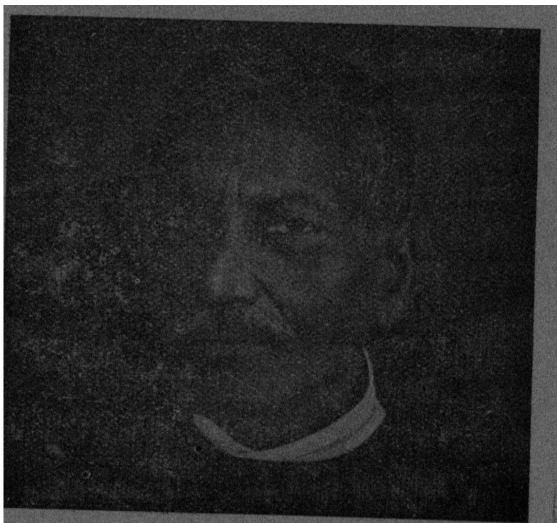
সারদাচরণ মিত্র

করা দূরে থাকুক, অগ্নি বায়ু, বিদ্যুৎ প্রভৃতিকে দাসত্বে নিযুক্ত করিয়াছে। কালে বোধ হয় প্রাকৃতিক শক্তি পরম্পরা এতদূর মনুষ্যের আজ্ঞাধীন হইবে যে তাহা কবিরাও কখন কল্পনা করিতে সাহস করেন নাই।

১৫। "সভ্যতা।" বাঙ্গালার খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষ ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৯শে এপ্রিল বেথুন সভায় "বাঙ্গালী সমাজের উপর ইংরাজি শিক্ষার প্রভাব সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহার এক স্থানে তিনি বলেন—

"It is curious to reflect that the most learned works on European literature and science should be studied and appreciated by the student who sits on a mat, eats with his fingers, does not think it necessary to cover his body and reads under the light of the primitive lamp."

অর্থাৎ "ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে আমরা ইয়োরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান বুঝিতে শিখিয়াছি, অথচ মাদুরে
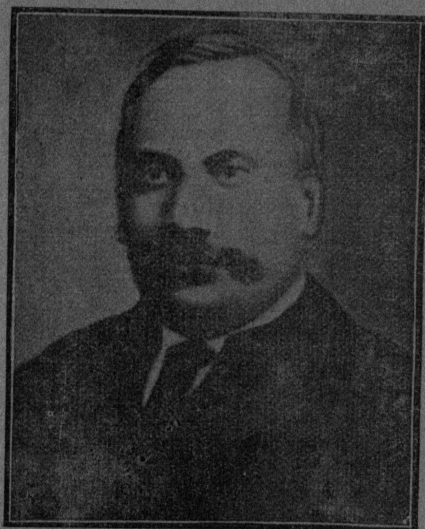
মনোমোহন ঘোষ

বসি, হাত দিয়া আহার করি, সর্ব্বদা গায়ে বস্ত্র রাখি না, ও মৃন্ময় দীপের আলোকে লেখাপড়া করি।"

মনোমোহনের বক্তৃতাটী সভায় একটু আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল। এমন কি একজন পাদ্রী—রেভারেণ্ড সি, এম্, গ্রাণ্ট বলেন যে বক্তা য়ুরোপীয়-সভ্যতার যে উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা কিছু অতিরঞ্জিত। য়ুরোপীয় সভ্যতার সমস্তই কল্যাণকর নহে, উহার অনেক দোষ আছে। এতদ্দেশবাসিগণ জাতীয়তা বিসর্জ্জন দিয়া য়ুরোপীয়ের অনুকরণে তাঁহাদের ও স্ত্রীদিগের চরিত্র গঠিত করিলে সমাজের মঙ্গল হইবে না। রাজকৃষ্ণ এই প্রবন্ধে সভ্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে যে সকল অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিবার যোগ্য।

১৬। "প্রাচীন ভারতবর্ষ।" মেগাস্থিনিসের বিবরণ অবলম্বন করিয়া প্রাচীন ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা এই প্রবন্ধে রাজকৃষ্ণ বিবৃত করেন।

রাজকৃষ্ণের সকল প্রবন্ধই তাঁহার অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক। তিনি যাহা

লিখিতেন তাহার সমর্থনে অকাট্য প্রমাণ উপস্থাপিত করিতেন। প্রবন্ধের পাদটীকায় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ লেখকগণের মতের উল্লেখ করিবার প্রথা 'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণই প্রবর্ত্তিত করেন। এতৎসম্বন্ধে সাহিত্যাচার্য্য চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় মহাশয় সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের নিকটে বিবৃত স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

"এককালে আমাদের লেখকদিগের মধ্যে পাদ-টীকায় পুস্তকের নামোল্লেখ—authority quote করা রোগের অত্যন্ত প্রাবল্য ঘটিয়াছিল। এখনও সে রোগ একেবারে অন্তর্হিত হয় নাই। আবার এমন অনেক লেখক আছেন, যাঁহারা যে মূল পুস্তক দেখেন নাই—অন্যত্র তাহাতে প্রকাশিত মতের উল্লেখমাত্র দেখিয়া পাদটীকায় মূল পুস্তকের নামোল্লেখ করিয়া বিদ্যাবাহুল্যের পরিচয় দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু বাঙ্গালায় ইহার সূত্রপাত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে'। রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। তিনিই প্রথম সপ্রমাণ করেন, বিদ্যাপতি

মৈথিল কবি ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালীরা বিদ্যাপতিকে বাঙ্গালী কবি বলিয়াই জানিত। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র জন্য জ্ঞান ও নীতিবিষয়ক সন্দর্ভ (প্রথম বর্ষ) লিখিয়া বঙ্কিমচন্দ্রকে দিলে তিনি উহা পাঠ করিয়া বলিলেন, এই প্রবন্ধে যে সব মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সমর্থন করিয়া authority quote করিলে তবে এ প্রবন্ধ ছাপান যায়। রাজকৃষ্ণ বাবু তাহাই করিলেন—প্রবন্ধের পাদটীকায় তিনি স্বীয় মন্তব্যের সমর্থনে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসিদ্ধ লেখকদিগের মতের উল্লেখ করিলেন। সেই সময় হইতে বাঙ্গালা রচনার পাদটীকায় এইরূপ নামোল্লেখ আবদ্ধ হইল। আর এই প্রথার যে যথেষ্ট অপব্যবহার হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।"

'বঙ্গদর্শনে" রাজকৃষ্ণ যে যোলটি সুচিন্তিত ও সারগর্ভ সন্দর্ভ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে চৌদ্দটি বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত প্রথম চারি বৎসরের পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গদর্শনে'র প্রতিষ্ঠা কতদূর বর্দ্ধিত করিয়াছিল তাহা এক্ষণে বাঙ্গালী
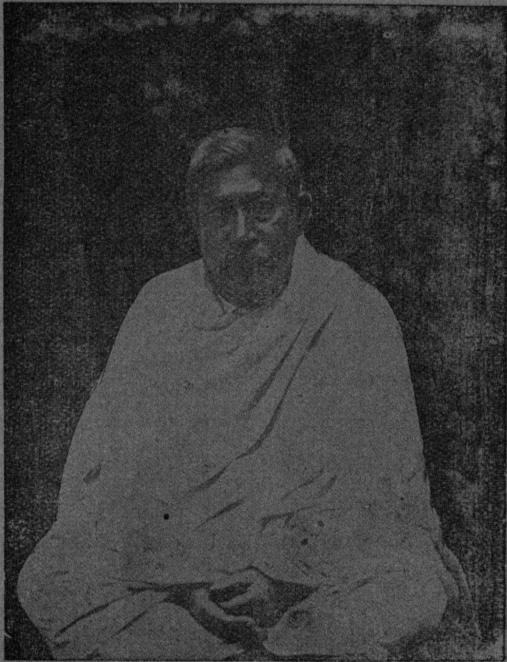
চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়

পাঠকগণ বোধ হয় বিস্মৃত হইয়াছেন। চারি বৎসর সম্পাদনের পর যখন বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শন' প্রচার বন্ধ করিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, তখন তিনি লিখিয়াছিলেন :—

"তৎপরে, যে সকল কৃতবিদ্য সুলেখকদিগের সহায়তাতেই বঙ্গদর্শন এত আদরণীয় হইয়াছিল, তাঁহাদিগের কাছে আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতে হইতেছে। বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বাবু রামদাস সেন, পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধি, বাবু প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লিপিশক্তি, বিদ্যাবত্তা, উৎসাহ এবং শ্রমশীলতাই বঙ্গদর্শনের উন্নতির মূল কারণ। ঈদৃশ ব্যক্তিগণের সহায়তা লাভ করিয়াছিলাম, ইহা আমার অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।"

"প্রথম-শিক্ষা বীজগণিত"।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজকৃষ্ণ কেবল 'বেঙ্গলী'তে রাজনীতির আলোচনা এবং

'বঙ্গদর্শনে' কবিতা, ইতিহাস, দর্শন, ভাষাতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব প্রভৃতির আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। এই সময়ের মধ্যে নানা বিষয়ক কয়েকখানি উপাদেয় গ্রন্থও প্রকাশিত করিয়া মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করিয়া-ছিলেন। তিনি সকল শাস্ত্রেই সমান পারদর্শী ছিলেন। কয়েক বৎসর দর্শন ও ব্যবহার-শাস্ত্রের অধ্যাপনা করিবার পর 'বীজগণিত' সম্বন্ধে গ্রন্থ প্রকাশ ইহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণের 'প্রথম-শিক্ষা বীজগণিত' প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' এই পুস্তকের সমালোচন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন ঃ—

"ইংরাজী হইতে নূতন একটি শাস্ত্র বাঙ্গালায় সঙ্কলিত করা কত বড় কঠিন কাজ, তাহা যাঁহারা এমন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই জানেন। বীজগণিত সঙ্কলন, বোধ হয়, অন্যান্য বিষয়াপেক্ষাও কঠিন। এই দুরূহ ব্যাপারে রাজকৃষ্ণবাবু যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এমত বিষয়ে এতাদৃশ কার্য্য-সিদ্ধি রাজকৃষ্ণ বাবুর বুদ্ধি-প্রখরতার বিশেষ পরিচয়। রাজকৃষ্ণ বাবু সুকবি,

উত্তম আখ্যায়িকার প্রণেতা, সুযোগ্য দার্শনিক, রাজ-ব্যবস্থার অধ্যাপনায় প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্ত—এ সকল বিষয়ের পরিচয় পূর্ব্বেই পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থের দ্বারা গণিতশাস্ত্রেও তাঁহার যে বিশেষ অধিকার আছে, তাহার পরিচয় পাওয়া গেল। এরূপ সর্বব্যাপিনী বুদ্ধি অতি বিরল। এই গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ে ব্যবহার হইবার বিশেষ উপযোগী।"

রাজকৃষ্ণের এই গ্রন্থ এবং "পরিমিতি" নামক আর একখানি গণিত-বিষয়ক গ্রন্থ বহুদিন বাঙ্গালার বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল।

"মানস বিকাশ"। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণের "মানস বিকাশ" নামক একটি অভিনব কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ২য় বর্ষের বঙ্গদর্শনে একটি বিস্তৃত প্রবন্ধে উহার সমালোচনা করেন। উক্ত সমালোচনা হইতে আমরা অংশবিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি ঃ—

"বাঙ্গালা সাহিত্যের আর যে দুঃখই থাকুক, উৎকৃষ্ট গীতিকাব্যের অভাব নাই। বরং অন্যান্য

ভাষার অপেক্ষা বাঙ্গালায় এই জাতীয় কবিতার আধিক্য। অন্যান্য কবির কথা না ধরিলেও, একা বৈষ্ণব কবিগণই ইহার সমুদ্র বিশেষ। বাঙ্গালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবি জয়দেব—গীতিকাব্যের প্রণেতা। পরবর্ত্তী বৈষ্ণব কবিদিগের মধ্যে বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস, এবং চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আরও কতকগুলিন এই সম্প্রদায়ের গীতিকাব্য-প্রণেতা আছেন, তাহাদের মধ্যে অন্যূন চারি পাঁচ জন উৎকৃষ্ট কবি বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরীকে এই শ্রেণীর কাব্য বলিতে হয়। রামপ্রসাদ সেন আর একজন প্রসিদ্ধ গীতি-কবি। তৎপরে কতকগুলি 'কবিওয়ালা' প্রাদুর্ভূত হয়, তন্মধ্যে কাহারও কাহারও গীত অতি সুন্দর। রাম বসু, হরুঠাকুর, নিতাই দাসের এক একটি গীতি এমত সুন্দর আছে, যে ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে তত্তুল্য কিছুই নাই। কিন্তু কবিওয়ালাদিগের অধিকাংশ রচনা অশ্রদ্ধেয় ও অশ্রাব্য সন্দেহ নাই। আধুনিক কবিদিগের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত একজন অত্যুৎকৃষ্ট। হেমবাবুর

রাজকৃষ্ণ

গীতি-কাব্যের মধ্যে এমত অংশ অনেক আছে, যে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় তুলনা-রহিত। অবকাশ-রঞ্জিনীর কবি, আর একজন উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য-প্রণেতা। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রণীত কাব্য-নিচয়ের মধ্যে এক একখানি অতি সুন্দর গীতিকাব্য পাওয়া যায়। সম্প্রতি "মানস-বিকাশ" নামে যে কাব্যগ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে তৎসম্বন্ধেও সেই কথা বলা যাইতে পারে।

* * *

"বঙ্গীয় গীতিকাব্য লেখকদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। একদল, প্রাকৃতিক শোভার মধ্যে মনুষ্যকে স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন; আর একদল, বাহ্য প্রকৃতিকে দূরে রাখিয়া কেবল মনুষ্য হৃদয়কেই দৃষ্টি করেন। একদল মানব হৃদয়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া বাহ্য-প্রকৃতিকে দীপ করিয়া তদালোকে অন্বেষ্য বস্তুকে দীপ্ত এবং প্রস্ফুট করেন; আর একদল, আপনাদিগের প্রতিভাতেই সকল উজ্জ্বল করেন, অথবা মনুষ্য-চরিত্র খনিতে যে রত্ন মিলে,
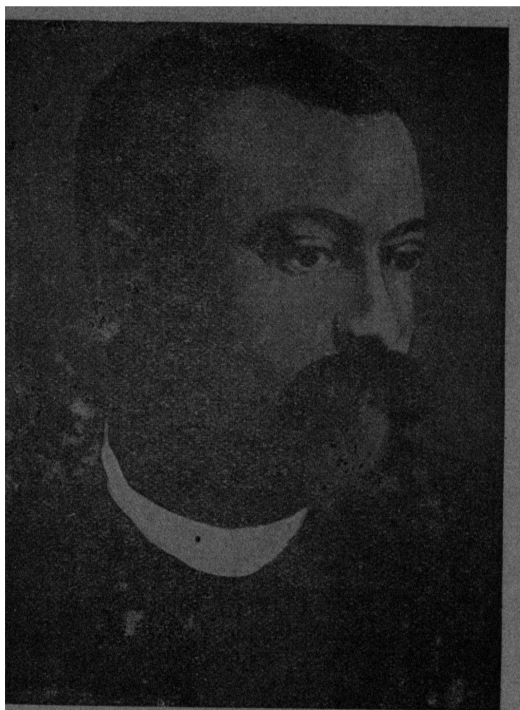
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

তাহাব দীপ্তির জন্য অন্য দীপেব আবশ্যক নাই বিবেচনা কবেন। প্রথম শ্রেণীব প্রধান জয়দেব, দ্বিতীয় শ্রেণীব প্রধান বিদ্যাপতি।

*　　*　　*

আধুনিক বাঙ্গালি গীতিকাব্য লেখকগণকে একটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত কবা যাইতে পবে। তাঁহাবা আধুনিক ইংবেজি গীতকবিদিগেব অনুগামী। আধুনিক ইংবেজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতা-বৃদ্ধিব কাবণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিযাছেন। পূর্ব্ব কবিগণ, কেবল আপনাকে চিনিতেন, আপনাব নিকটবর্ত্তী যাহা তাহা চিনিতেন, যাহা আভ্যন্তবিক, বা নিকটস্থ তাহাব পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান জানিতেন, তাহাব অননুকবণীয চিত্র সকল বাখিয়া গিযাছেন। এক্ষণকাব কবিগণ জ্ঞানী,—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ। নানা দেশ, নানা কাল, নানা বস্তু তাঁহাদিগের চিত্তমধ্যে স্থান পাইয়াছে। তাঁহাদিগেব বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও বহুবিষয়িণী হইযাছে। তাঁহাদিগেব বুদ্ধি দূব-

সম্বন্ধগ্রাহিণী বলিয়া তাঁহাদিগের কবিতাও দূরসম্বন্ধ-প্রকাশিকা হইযাছে। কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তা গুণের লাঘব হইযাছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতির কবিতার বিষয় সঙ্কীর্ণ, কিন্তু কবিত্ব প্রগাঢ়; মধুসূদন বা হেমচন্দ্রের কবিতার বিষয় বিস্তৃত, বা বিচিত্র, কিন্তু কবিত্ব তাদৃশ প্রগাঢ় নহে। জ্ঞান-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কবিত্ব শক্তির হ্রাস হয বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সঙ্কীর্ণকূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না। 'মানস বিকাশ' এই কথা প্রমাণ করিতেছে। আমরা 'মানস বিকাশ' পাঠ করিয়া আহ্লাদিত হইযাছি—'মিলন' ও 'কাল' নামক দুইটি কবিতা উৎকৃষ্ট। 'কাল' হইতে আমরা কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

সহসা যখন বিধির আদেশে,
সুধাংশু কিরণ শোভি নভোদেশে,
রজত ছটায ধাইল হরষে,
ভুবনময়,

রাজকৃষ্ণ

নরনারী কীট পতঙ্গ সহিত
বসুন্ধরা যবে হইল সৃজিত
গ্রহ উপগ্রহ হইল শোভিত
হলো উদয়।
তখন ত কাল প্রচণ্ড শাসনে,
রাখিতে সকলে আপন অধীনে
সব সময়॥
দুরন্ত দংশন কাল রে তোমার,
তব হাতে কারো নাহিক নিস্তার,
ছোট বড় তুমি কর না বিচার
বধ সকলে,
রাজেন্দ্র মুকুট করিয়া হরণ,
দুঃখনীরে তুমি কর নিমগন,
পদযুগে পরে কর রে দলন,
আপন বলে,
সুখের আগারে বিষাদ আনিয়া
কত শত নরে যাও ভাসাইয়া,
নয়ন জলে।

* * * *

'মানস বিকাশে'র কবিতার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট

কবিতা 'মিলন', কিন্তু তাহার অধিকাংশ উদ্ধৃত না করিলে তাহার উৎকর্ষ অনুভূত করা যায় না।

*　　*　　*　　*

'মানস বিকাশ' অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য নহে—অনুৎকৃষ্টও নহে। অনেক স্থানেই নবীনত্বের অভাব—অনেক স্থানে তাহার অভাব নাই। কবির বাকশক্তি, এবং পদবিন্যাস শক্তি প্রশংসনীয়। "মিলন" নামক কাব্যের প্রথমাংশ এমন সুন্দর, যে তাহা হেম বাবুর যোগ্য বলা যায়, কিন্তু শেষাংশ তত ভাল নহে। ফলে এই কবি বিশেষ আদরের যোগ্য সন্দেহ নাই।"

কটকে ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ ও ত্যাগ। বোধ হয় এই সময়ে রাজকৃষ্ণ আর একবার কটকে ব্যবস্থা-শাস্ত্রের অধ্যাপক পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের ২৪শে জানুয়ারি তিনি অধ্যাপক পদ ত্যাগ করিয়াছিলেন এইরূপ নিদর্শন পাওয়া যায়।

'প্রথম-শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস।' ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজকৃষ্ণ বিদ্যালয়ে পঠিত

হইবার জন্য তাঁহার প্রসিদ্ধ "প্রথম-শিক্ষা বাঙ্গালাব ইতিহাস" প্রকাশিত করেন। কিন্তু এই বিদ্যালয় পাঠ্য পুস্তিকার মধ্যে তিনি এত নূতন তথ্যেব সমাবেশ কবিয়াছিলেন এবং এরূপ ঐতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তাহাতেই তাঁহার যশঃ চতুর্দ্দিকে পবিব্যাপ্ত হইয়াছিল। স্যব সুবেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যথার্থই লিখিয়াছিলেন :—

His little work on the History of Bengal throws a flood of light upon an unexplored region of historical research. It is a little unpretentious work which more ambitious authors would hesitate to call a book, but in point of research and learning, it stands unsurpassed among the modern works on the History of Bengal.

"তাঁহার বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র পুস্তিকা-খানি ঐতিহাসিক গবেষণার তমসাবৃত প্রদেশের উপর অজস্র আলোকপাত করিয়াছে। উহা একটি ক্ষুদ্র
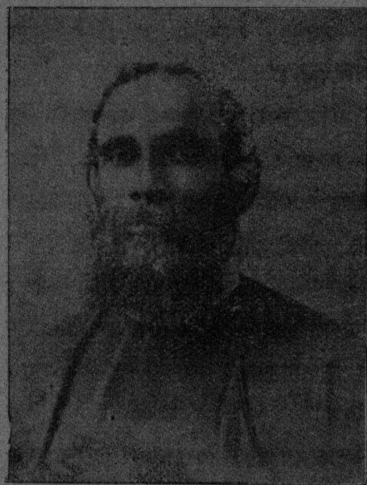
স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

অপ্রতিষ্ঠাকামী পুস্তক, যাহা হয় ত যশোলিপ্সু গ্রন্থকারগণ একটি গ্রন্থ বলিতেই ইতস্ততঃ করিবেন, কিন্তু পাণ্ডিত্য ও মৌলিক গবেষণার জন্য বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধীয় বর্ত্তমান গ্রন্থগুলির মধ্যে উহা অতুল্যপ্রতিদ্বন্দ্বী।"

এই ইতিহাসখানি সঙ্কলন করিবার জন্য তিনি অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা রচিত হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় তৃতীয় বর্ষের 'প্রচারে' লিখিয়াছিলেন: "তিনি ভারতীয় ইতিহাসে এতদূর পণ্ডিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার গভীর-গবেষণা-পূর্ণ বাঙ্গলার ইতিহাসখানি লিখিতে সাত দিন মাত্র সময় লাগিয়াছিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র যে সুদীর্ঘ প্রবন্ধে এই গ্রন্থের সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না;—

"এক্ষণে বাঙ্গালার ইতিহাসের উদ্ধার কি সম্ভব?

রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর সি-আই-ই (পরিণত বয়সে)

নিতান্ত অসম্ভব নহে। কিন্তু সে কার্য্যে ক্ষমবান্ বাঙ্গালি অতি অল্প। কি বাঙ্গালি, কি ইংরেজ, সকলের অপেক্ষা যিনি এ দুরূহ কার্য্যের যোগ্য, তিনি ইহাতে প্রবৃত্ত হইলেন না। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করিলে স্বদেশের পুরাবৃত্তের উদ্ধার করিতে পারিতেন; কিন্তু এক্ষণে তিনি যে এ পরিশ্রম স্বীকার করিবেন, আমরা এত ভরসা করিতে পারি না। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নিকট আমরা অন্ততঃ এমন একখানি ইতিহাসের প্রত্যাশা করিতে পারি, যে তদ্দ্বারায় আমাদের মনোদুঃখ অনেক নিবৃত্তি পাইবে। রাজকৃষ্ণ বাবুও একখানি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে আমাদের দুঃখ মিটিল না। রাজকৃষ্ণবাবু মনে করিলে বাঙ্গালার সম্পূর্ণ ইতিহাস লিখিতে পারিতেন, তাহা না লিখিয়া তিনি বালক-শিক্ষার্থ একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিয়াছেন। যে দাতা মনে করিলে অর্দ্ধেক রাজ্য, এক রাজকন্যা দান করিতে পারে, সে মুষ্টিভিক্ষা দিয়া ভিক্ষুককে বিদায় দিয়াছে।

"মুষ্টিভিক্ষা হউক, কিন্তু সুবর্ণের মুষ্টি। গ্রন্থখানি মোটে ৯০ পৃষ্ঠা, কিন্তু ঈদৃশ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ বাঙ্গালার ইতিহাস বোধ হয় আর নাই। অল্পের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায়, তত বাঙ্গালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নূতন; এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য। ইহা কেবল রাজগণের নাম ও যুদ্ধের তালিকামাত্র নহে; ইহা প্রকৃত সামাজিক ইতিহাস। বালক-শিক্ষার্থ যে সকল পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় নিত্য নিত্য প্রণীত হইতেছে, তন্মধ্যে ইহার ন্যায় উত্তম গ্রন্থ অল্প। ইংরেজিতেও যে সকল ক্ষুদ্র ইতিহাস বালক-শিক্ষার্থ প্রণীত হয়, তন্মধ্যে এরূপ ইতিহাস দেখা যায় না। কেবল বালক নহে, অনেক বৃদ্ধ ইহাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতে পারেন।"

এই গ্রন্থখানি বহু বৎসর বিদ্যালয়ের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত ছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে উহার চতুঃপঞ্চাশৎ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ৫৭টী সংস্করণ আমরা দেখিয়াছি। তাহার পর আর হইয়াছে কি না অবগত নহি।

পাইকপাড়ার রাজকুমারের শিক্ষক। বেলগাছিয়া থিয়েটারের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, দেশের সকল সদনুষ্ঠানে অগ্রণী রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিন-চারি বৎসর বয়স্ক একটি পুত্র রাখিয়া অকালে পরলোক গমন করেন। গবর্ণমেণ্ট এই পুত্রের (পরে রাজা ইন্দ্রচন্দ্র সিংহ) শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন। মেজর আর ডি অসবোর্ণ নামক একজন যুরোপীয় ইহার শিক্ষক নিযুক্ত হন। ইনি অবসর গ্রহণ করিলে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে রাজকৃষ্ণ চারিশত টাকা মাসিক বেতনে উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তিনি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্য্যন্ত এই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিজ্ঞান-সভা। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রাতঃ-স্মরণীয় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার বঙ্গবিশ্রুত বিজ্ঞান-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। রাজকৃষ্ণ ও তাঁহার অগ্রজ রাধিকাপ্রসন্ন এই প্রতিষ্ঠানে যথোচিত অর্থ-সাহায্য করেন। রাজকৃষ্ণ প্রথম হইতে উক্ত সভার
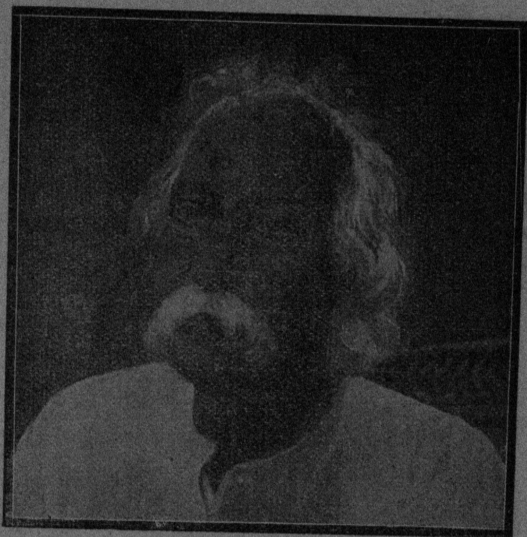
ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার

কার্য্য-নির্ব্বাহিকা সমিতিব অন্যতম উৎসাহশীল সদস্য ছিলেন।

কবিতামালা। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ১০ই এপ্রিল তাহার "কবিতামালা" প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে যে সকল কবিতা সন্নিবিষ্ট আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই 'এডুকেশন গেজেট' 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইযাছিল। বাজকৃষ্ণেব প্রথম কাব্যগ্রন্থ "যৌবনোদ্যান" যত খণ্ড ছাপা হইয়াছিল তাহা বহুদিন পূর্ব্বে নিঃশেষিত হইযাছিল, এজন্য উহাও এই নব-প্রকাশিত গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয।

রাজকৃষ্ণেব অপেক্ষাকৃত পবিণত বয়সেব এই কবিতাগুলিতে বিলক্ষণ কবিত্বশক্তিব পবিচয় পাওযা যায়। তখন বাঙ্গালাব কাব্যরাজ্যে হেমচন্দ্র একচ্ছত্র অধিপতি, সুতরাং তাঁহার প্রভাব তৎকালীন অনেক কবির কাব্যেই লক্ষিত হয়,—রাজকৃষ্ণেব অনেকগুলি কবিতাতেও পবিদৃষ্ট হয়। মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিয়াছেন "এই সকল কবিতা তুষ্ট প্রণয বা হতাশ প্রণয়ের বিকাশ নয়। ইহার বিষয় সকল অতি

মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি
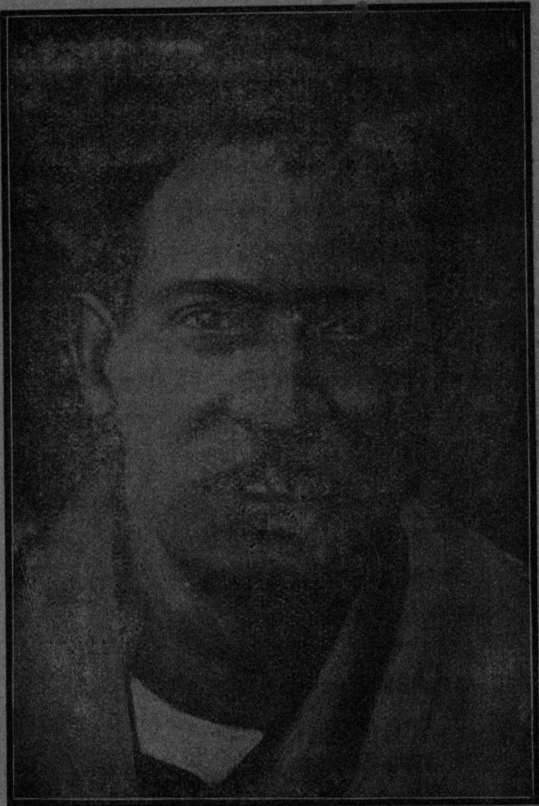
উদার—মহান্। তাঁহার 'সৃষ্টি' নাম্নী কবিতা যিনি পাঠ করিয়াছেন, তিনি ইহার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারেন।" বাস্তবিক আমরা 'সৃষ্টি'র ন্যায় কবিতা বঙ্গসাহিত্যে অতি অল্পই পাঠ করিয়াছি। উহাতে একাধারে কাব্য, দর্শন ও বিজ্ঞান। এই দীর্ঘ কবিতাটী সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই, কিন্তু উহার অন্ততঃ কিয়দংশ না পাঠ করিলে কেবল প্রশংসাবাক্য দ্বারা উহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নহে,—

"ধু ধু ধু করিত অনন্ত আকাশ,
নাহি ছিল তাহে রবির প্রকাশ,
নাহি ছিল শশী, নাহি ছিল তারা,
নাহিক ছুটিত আলোকের ধারা,
পুলকে প্রকাশি রূপের রাশি।
না হাসিত দিবা কিম্বা বিভাবরী,
না খেলিত সন্ধ্যা-লাবণ্য-লহরী,
না আসিত উষা অদিতিনন্দিনী,
মুকুতা-জড়িত কুসুম-মালিনী,
প্রফুল্ল বদনে মধুর হাসি॥

*   *   *   *

দশদিক্ ব্যাপি আছিল তিমির,
অনাদি অনন্ত গাঢ় সুগম্ভীর,
অকূল অতল অলঙ্ঘ্য অপার,
আকৃতিবিহীন ভীম পারাবার,
ভাবিলে হৃদয়ে উপজে ভয়।

অজ্ঞাত অজ্ঞেয় জগত কারণ
সে তিমির মাঝে নিদ্রিত মতন
আছিলা অনন্ত আকাশে বিলীন,
অতরঙ্গ-কাল-সলিলে আসীন,
অনন্ত শয়নে শকতিময়॥

*   *   *   *

আন্তরিক বলে ভাব সংঘর্ষণে
বাহিরিল তেজ অচিন্ত্য কারণে,
আলোক ছুটিল ঝলকে ঝলকে,
নব নব বেশে পলকে পলকে
তিমিরের ঘটা হাসিতে নাশি,

পাতল পাতল জলধর তুল,
হাসিল সহসা পরমাণু কুল,

রাজকৃষ্ণ

অনন্ত আকাশে গাঁথা থরে থরে,
বিবিধ বরণ শোভা কলেবরে,
বরষি নূতন সৌন্দর্য্য রাশি।

* * * *

রঙ্গের তরঙ্গে, স্তবকে স্তবকে,
নাচিতে নাচিতে বিচিত্র ঠমকে,
সে জলদতুল পরমাণু কুল,
ঘুরে অবিরত আবর্ত্ত সঙ্কুল,
অখণ্ড গগনে মণ্ডলাকারে ;
আদ্যাশক্তি বলে ঘুরিতে ঘুরিতে
একে একে এক স্তবক হইতে
কত অণু রাশি ছুটিয়া পড়িল,
মাঝে তমোময় সবিতা রহিল.
ত্যক্ত স্তূপগণ বেড়িয়া তারে।

* * * *

অবনী মণ্ডল ঘুরে অবিরল
জলদে বেষ্টিত গোলক তরল,
যেন কুজ্ঝটিকা-আবৃত জলধি,
নাহি কূল স্থল, নাহিক অবধি,
নিয়ত প্রবল পবনাহত ;

এ মহী ক্রমশঃ তাপ বিকিরণে
তরলতা ঢাকে কঠিনাবরণে ;
কুজ ঝটিকাসম জলধরদল
জলে পরিণত হইয়া শীতল,
জনমিল সিন্ধু সলিল-গত।

* * * *

সাগর গভীর অভ্যন্তর স্থিত
উত্তাপ উপরি ক্রমে সঙ্কুচিত ;
সঙ্কুচিত তাহে ধরার শরীর,
কোথা উঠে ফুটে গিরি অভ্রশির,
কোথায় জাগিয়া উঠয়ে স্থল ;
পর্ব্বত শিখরে জলদ বরষে,
তরঙ্গিণী পড়ে ছুটিয়া হরষে,
বঙ্কিম তরঙ্গে নাচিতে নাচিতে
চলে নিজ পথ করিতে করিতে,
পাইতে অন্তিমে অনন্ত জল।

* * * *

দ্বীপ মহাদ্বীপ পর্ব্বত জাগিল ;
জল হৈতে স্থল পৃথক্ হইল ;
জীব-লীলা-ভূমি উদ্ভিদ্ আবাস,

নব সৃষ্টি ক্ষেত্র পাইল পাইল প্রকাশ ;
অভিনব কাণ্ড দেখ আবার।
আদ্যাশক্তি বলে সবিতা হইতে
তেজ নিরন্তর ছুটিতে ছুটিতে
পড়িয়া জীবন-বিহীন ধরাতে
সজীবন বীজ রচিল তাহাতে,
পরমাণু পুঞ্জে প্রাণ সঞ্চার।

*   *   *   *

অংশুরূপ ধরি জগতকারণ
জড় অণুপুঞ্জে হইলা জীবন ;
তেজের প্রভাবে সে বীজ হইতে
অঙ্কুর সুন্দর বাহিরে ত্বরিতে,
জীব কি উদ্ভিদ না হয় স্থির।
পরিণামে তাহে দ্বিবীজ জন্মিল,
এক হৈতে জীব উৎপন্ন হইল,
অপর হইতে উদ্ভিদ্ শোভন ;
ভাতিল ধরার নূতন ভূষণ,
উথলি উঠিল সুখের নীর।

*   *   *   *

'কবিতামালা'য় সাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত একটি কবিতাও আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমাদের প্রথম সাধারণ নাট্যশালা —"ন্যাশ-ন্যাল থিয়েটার" প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে ৺কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের "ভারতমাতা" নামক একটি একাঙ্ক নাট্যলীলা অভিনীত হইত। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের দ্বারা স্বদেশ-প্রেমের উদ্দীপনের ইহাই বোধ হয় প্রথম প্রচেষ্টা। প্রপীড়িতা ভারতমাতা যেখানে মর্ম্মস্পর্শিনী ভাষায় ভগবানকে এবং তাহার পরলোকগত সুসন্তান—"হিন্দু পেট্রিয়ট" সম্পাদক স্বদেশ-বৎসল হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশপ্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও বিখ্যাত বাগ্মী রামগোপাল ঘোষকে সাশ্রুনয়নে ডাকিতে ডাকিতে মূর্চ্ছা গেলেন, সে দৃশ্য দর্শকদিগের হৃদয়ে কি অনির্ব্বচনীয় ভাবের তরঙ্গ তুলিল, তাহার আভাস আমরা কোনও প্রত্যক্ষদর্শীর নিকট শুনিয়াছি। রাজকৃষ্ণও এই অভিনয় দর্শনান্তে 'ভারত-

মাতা' নামক কবিতায় তাঁহার মনোভাব অতি সুন্দর ভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছিলেন।

হেনকালে শ্বেতকান্তি মহাবীর,
জ্বলদগ্নি কোপে কম্পিত শরীর,
বিদ্রোহী বলিয়া ভর্ৎসিয়া গর্জ্জিয়া,
পদাঘাত করে, নিষ্ঠুর অন্তরে,
সন্তানগণের গায়।
দেখিয়া দুখিনী জানুন্যস্ত ভূমি,
বলে ওহে বিধি, কোথা আছ তুমি?
ছাড়িলেন লক্ষ্মী আমায় যে কালে,
কেন না গেলাম ডুবিয়া পাতালে?
কোথায় হরিশ, কোথায় গিরিশ,
কোথা ফেলি গেলি মায়।"

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা। যখন "কথাসরিৎসাগর" "মালবিকাগ্নিমিত্র" প্রভৃতির ইংরাজি অনুবাদক সুপণ্ডিত চার্লস এইচ টনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষপদে সমাসীন, তখন উক্ত বিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপকের পদ শূন্য হয় এবং রাজকৃষ্ণ উক্ত পদে নিযুক্ত হন। তাঁহাকে ইংরাজি,
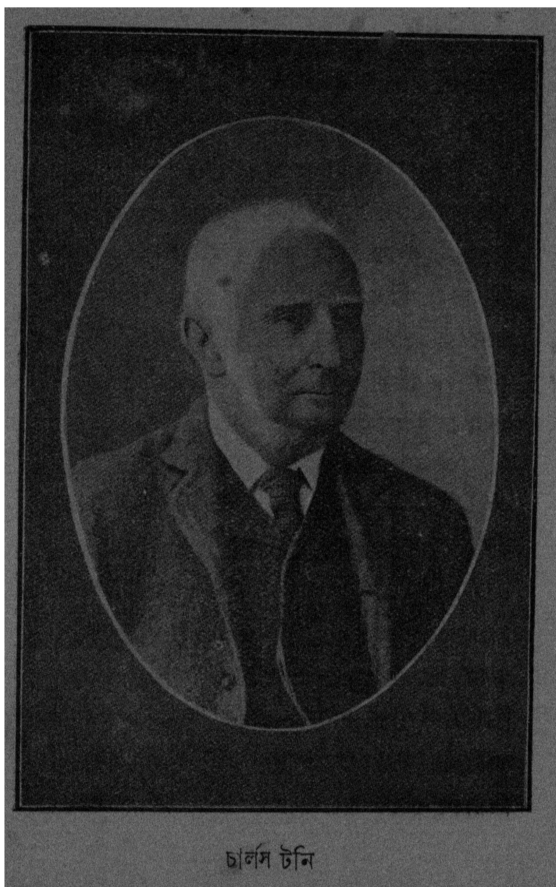
চার্লস টনি

ইতিহাস ও দর্শন সকল বিষয়েই অধ্যাপনা করিতে হইত। সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ রাজকৃষ্ণ অতি সন্তোষজনক ভাবেই তাঁহার কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে আগষ্ট হইতে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত তিনি দর্শন ও ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। কিন্তু 'প্রেসিডেন্সী কলেজ রেজিষ্টারে' তাঁহাকে ১৮৭৬ হইতে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজীর অধ্যাপক বলিয়া দেখান হইয়াছে। শেষোক্ত তারিখ-গুলি বোধ হয় ঠিক নহে।

গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনু-বাদক। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদের কার্য্য এতকাল রবিন্সন নামক একজন যুরোপীয়ের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। কিন্তু 'গোপাল উড়ের যাত্রা' যখন Flying Journey of cowherdএ রূপান্তরিত হইত, তখন উহা সাধারণের হাস্যরসই উদ্রিক্ত করিত। বিদেশীয়ের দ্বারা বাঙ্গালা হইতে ইংরাজী অনুবাদের কার্য্য যে যথোচিত ভাবে সম্পাদিত হইতেছে না, কিছুদিন হইতে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল।
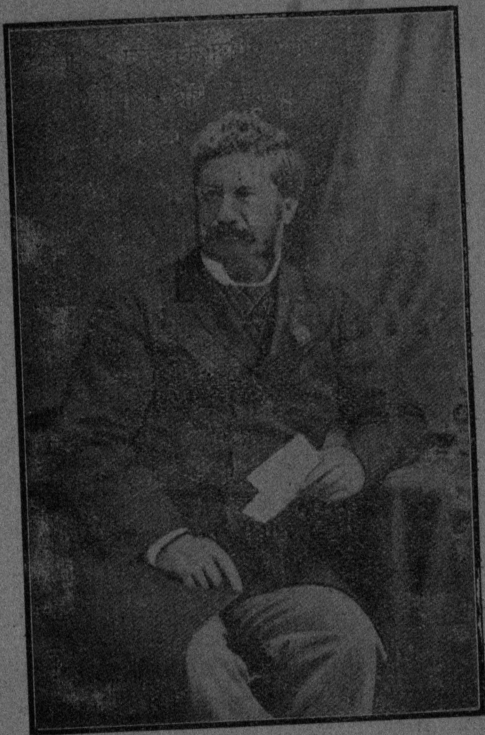
স্যর অ্যাশ্‌লি ইডেন

স্তর অ্যাশ্‌লি ইডেন রবিন্সনের মৃত্যুর পর তাঁহার স্থানে একজন এতদ্দেশবাসী সুপণ্ডিত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। প্রেসিডেন্সী কলে-জের অধ্যক্ষ মিষ্টার চার্লস টনি এবং শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ স্তর অ্যালফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌-এর সুপারিসে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি হইতে রাজকৃষ্ণ বাঙ্গালা অনুবাদকের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার বেতন মাসিক ছয়শত টাকা হইতে সাত শত টাকা পর্য্যন্ত হইয়াছিল। 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"It was impossible to have selected a more scholarly man; and the ability and conspicuous devotion with which Raj-krishna applied himself to his new duties fully justified his selection. It was the first time that a native of India, and a native of India of the new school, had been appointed

an Oriental Translator, and Rajkrishna has completely vindicated the claims of his countrymen to this office. We know from personal knowledge that he worked hard and that he prolonged his labours far into the small hours of the morning. But in the midst of his arduous official duties, his zeal for his favourite studies continued, and Rajkrishna Mukerjee will be remembered not as the Oriental Translator to Government but as the antiquarian, the poet and the linguist."

"তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর বিদ্বান ব্যক্তিকে নির্ব্বাচন করা অসম্ভব ছিল, এবং যে নিপুণতা এবং অনন্যসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণতার সহিত তিনি তাঁহার নূতন কর্ম্মগুলি সম্পাদন করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে যোগ্যলোকই নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। সেই প্রথম একজন ভারতবাসী—নূতন যুগের ভারত-

বাসী, প্রাচ্য অনুবাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার দেশবাসী যে উক্ত পদের সম্পূর্ণ যোগ্য তাহা রাজকৃষ্ণ প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে জানি যে, তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন, এমন কি শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত কায করিতেন। কিন্তু রাজকার্য্যের এই গুরু ভারেও তাঁহার প্রিয় বিষয়সমূহের আলোচনার উৎসাহ একটুও হ্রাসপ্রাপ্ত হয় নাই, এবং রাজকৃষ্ণ গবর্ণমেণ্টের প্রাচ্য অনুবাদক বলিয়া নহে, পরন্তু কবি এবং বহু-ভাষাবিৎ বলিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।"

বাস্তবিক এই পদে নিযুক্ত থাকার সময় রাজকৃষ্ণকে অসামান্য পরিশ্রম করিতে হইত। মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা-হরণ এবং বেণ্ট বিল ও ইলবার্ট বিলের আলো-চনার সময় তাঁহাকে অহোরাত্র পরিশ্রম করিতে হইত। তৎকালে অনুবাদকের পদ এতদ্দেশবাসীর পক্ষে অতি লোভনীয় উচ্চ পদ বলিয়া গণ্য হইলেও রাজকৃষ্ণের প্রতিভার উহাই কি চরম পুরস্কার বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে? 'ইণ্ডিয়ান নেশন'-এর সুধী
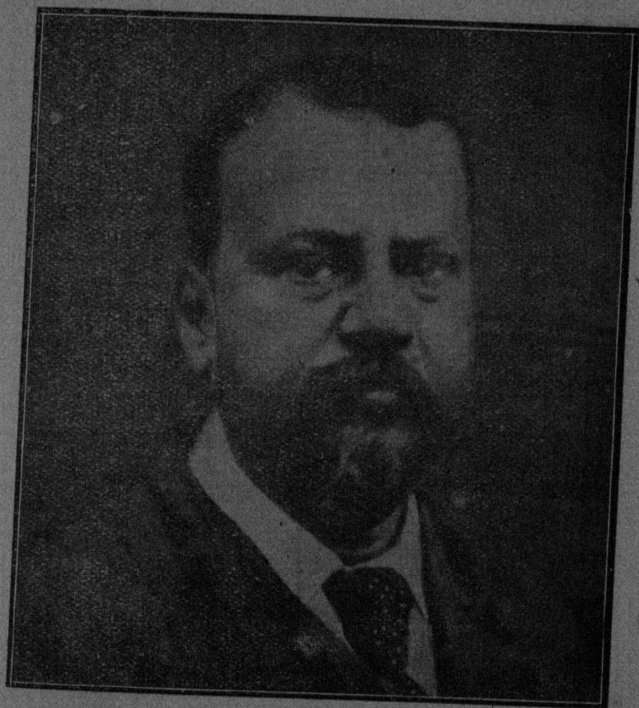
নগেন্দ্রনাথ ঘোষ

সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ এতৎসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম এই ঃ—

"রাজকৃষ্ণবাবুর জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে মর্ম্মান্তিক দুঃখ হয়। দুঃখ আরও এই জন্য যে, ভবিষ্যতেও তাঁহার ন্যায় প্রতিভাশালী ও মনস্বিগণকেও ঐরূপ অদৃষ্টের বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইবে। এ জীবনে কৃতকার্য্যতা আছে, কিন্তু পুরস্কার নাই। এত বিদ্যা, এত প্রতিভা আফিসে তৃতীয়শ্রেণীর গাধাব খাটুনীর নীচে চাপা পড়িল। যে ভাবে এরূপ বহুমূল্য জীবন নষ্ট হইতেছে তাহা কি সাধারণ, কি গবর্ণমেণ্ট কাহারও গৌরবের পরিচায়ক নহে। অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের এরূপ অলঙ্কার ফেলোশিপ পাইতেন, সাহিত্যসেবায় সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিতে পারিতেন। এখানে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শিক্ষাবিভাগে লইলেন বটে, কিন্তু যিনি প্রথম শ্রেণীর অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েটের সমকক্ষ, অক্সফোর্ডের দ্বিতীয় শ্রেণীর গ্রাজুয়েটদিগের অপেক্ষা নিম্নতর পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইল। রাজকৃষ্ণ 'দর্শন' শাস্ত্রে অসামান্য

পারদর্শিতা দেখাইলেন, তাঁহাকে পড়াইতে দেওয়া হইল কখনও ইতিহাস, কখনও বা ইংরাজী সাহিত্য আশ্চর্য্য আমাদের এই শিক্ষাবিভাগটী। এখানে যে কেহ যে কোন বিষয়ে অধ্যাপনার যোগ্য বিবেচিত হন। শিক্ষা-বিভাগে বেতন অল্প, রাজকৃষ্ণ ব্যবহারাজীবের ব্যবসায় অবলম্বন করিলেন। ইহাতে সাফল্য-লাভ করিতে গেলে কেবল গুণ ও বিদ্যা থাকিলেই হয় না, কতকগুলি দোষও থাকা চাই—যাহা তাঁহার ছিল না। তাঁহাকে ব্যবসায় ছাড়িয়া সংবাদপত্র-সেবী হইতে হইল। কিন্তু ইহাতেও অর্থ নাই। রীতিমত সাহিত্যসেবা আরম্ভ করিলেন, উহারও ফল ঐরূপ। আবার গবর্ণমেণ্টের চাকুরী লইতে হইল। টনি ও ক্রফ্‌টের সুপারিসে, তাঁহার নিজের গুণের জন্য নয়, গবর্ণণ্টে একটি পদ দিলেন, মন্দ নহে। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতিভার কি সম্মান দিলেন?—বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোও করিলেন না। এ সকল চিন্তা করিলে কি দুঃখ হয় না?"

রাজকৃষ্ণ

পাঠ্যপুস্তক নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্য। নগেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহা অনেকাংশে সত্য। এদেশে যথার্থ গুণের পুরস্কার নাই। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ২৭শে ফেব্রুয়ারি স্যর এলফ্রেড ক্রফ্‌ট রাজকৃষ্ণ ও চন্দ্রনাথ বসুকে পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত করিয়া তাঁহাদের প্রতিভার কথঞ্চিৎ মান রাখিয়াছিলেন। মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রাজকৃষ্ণ এই সমিতির অন্যতম উৎ-সাহশীল সভ্য ছিলেন।

'মেঘদূত'। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১০ই নভেম্বর রাজকৃষ্ণ বাঙ্গালা পদ্যে 'মেঘদূতে'র একটি সুললিত অনুবাদ প্রকাশিত করেন। উহাতে কালিদাসের প্রত্যেক শ্লোক ছয় ছত্রে অনূদিত হইয়াছে। যথা,—

> তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
> মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ।
> শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
> যা তত্রসাদ্যুবতি বিষয়ে সৃষ্টি রাদ্যেব ধাতুঃ॥

কৃশাঙ্গী যৌবনযুতা, সুপ্রান্তদশনা,
ক্ষীণমধ্যা, নিম্ননাভি. পক্কবিম্বাধরা,
চকিত হরিণীতুল্য-ললিত-লোচনা,
স্তনভরে কিছু অবনত-কলেবরা
শ্রোণীভারে মন্দগতি তথা যে বিরাজে
বিধাতার আদ্য সৃষ্টি যুবতী-সমাজে ॥

রাজকৃষ্ণের পূর্ব্বে ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী প্রভৃতি 'মেঘদূতে'র বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু রাজকৃষ্ণের অনুবাদটি একটু বিভিন্ন প্রণালীতে সম্পাদিত। "মেঘদূতে"র ভূমিকার প্রারম্ভে রাজকৃষ্ণ লিখিয়াছেন :—

"আমি যখন বাঙ্গালা পদ্যে মেঘদূতের অনুবাদ লিখিতে আরম্ভ করি, তখন বঙ্গভাষায় ইহার যে অন্য কোন পদ্যানুবাদ আছে, তাহা জানিতাম না। পূর্ব্ব-মেঘের প্রায় অর্দ্ধেক লেখা হইলে, জানিতে পাইলাম যে শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত প্রাণনাথ সরস্বতী এবং আরও কেহ কেহ বাঙ্গালা ছন্দোবন্ধে মেঘদূতের অনুবাদ প্রচার করিয়াছেন।

কিন্তু দেখিলাম যে, তাঁহারা যে প্রণালীতে অনুবাদ করিয়াছেন আমার অনুবাদ সে প্রণালীর হইতেছে না। উৎকৃষ্ট সংস্কৃত গ্রন্থের যত স্বতন্ত্র অনুবাদ বঙ্গভাষায় থাকে, মূল বুঝিবার পক্ষে তত সুবিধা হইবে, বিবেচনা কবিয়া আমার অনুবাদও শেষ করিলাম। অনুবাদ-কালে শ্রীযুত বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, শ্রীযুত পণ্ডিত নবীনচন্দ্র বিদ্যাবত্ন ও তাবাকুমাব কবিবত্ন প্রভৃতি কয়েকজন বন্ধুর নিকট অনেক সাহায্য পাইয়াছি।

"পণ্ডিতবব শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব মহাশয় পাঠাদিবিবেক ও মল্লিনাথের টীকা সহিত মেঘদূতেব যে সংস্করণ প্রচার করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন কবিয়া, এই অনুবাদ পুস্তক লিখিত হইল। কেবল বিদ্যাসাগব মহাশয় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া যাহা ত্যাগ করিয়াছেন, এরূপ দুইটী শ্লোক উত্তর-মেঘের দ্বিতীয় শ্লোকেব পর বাখিয়া দিয়াছি। শ্লোক দুইটী অনেকে মেঘদূত হইতে উদ্ধৃত করেন বলিয়া রাখিলাম।"

সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শনে' মহামহোপাধ্যায়
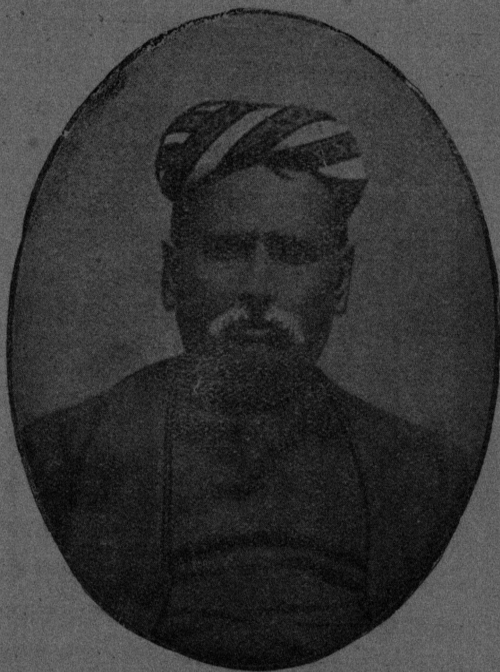
মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি-আই-ই

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী একটী দীর্ঘ প্রবন্ধে 'মেঘদূতে'র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন :—

"কালিদাস কবি, মেঘদূত কাব্য, রাজকৃষ্ণবাবু অনুবাদক, এ তিনের কিছুতেই তাঁহার কোন বক্তব্য থাকা সম্ভব নহে। কালিদাসের পরিচয় দিবার প্রয়োজন নাই; মেঘদূতের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, রাজকৃষ্ণবাবু গবর্ণমেণ্টের বঙ্গানুবাদক, সুতরাং তাঁহারও পরিচয় দিবার প্রয়োজনাভাব। মূলের ভাব রাখিয়া সংস্কৃতের প্রতি বাক্যের সম্পূর্ণ অনুবাদ করণে রাজকৃষ্ণবাবুর ন্যায় দক্ষ ব্যক্তি বাঙ্গালায় অতি দুর্লভ। রাজকৃষ্ণবাবু নিজে কবি এবং কালিদাসের সম্পূর্ণ মর্ম্ম-গ্রাহী। আমরা তাঁহার অনুবাদ আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছি। যদি কেহ সংস্কৃত পাঠের পরিশ্রম স্বীকার না করিয়া মেঘদূত পাঠের ফললাভ করিতে চান, তাঁহার পক্ষে রাজকৃষ্ণবাবুর গ্রন্থ অত্যন্ত উপযোগী হইবে। বাঙ্গালায় মেঘদূতের আর দুই একখানি অনুবাদ আছে, তদপেক্ষা মূলের সহিত ঐক্য রাখা সম্বন্ধে রাজকৃষ্ণবাবুর অনুবাদ যে সর্ব্বাংশে উৎকৃষ্ট তাহা বলা অনাবশ্যক।"
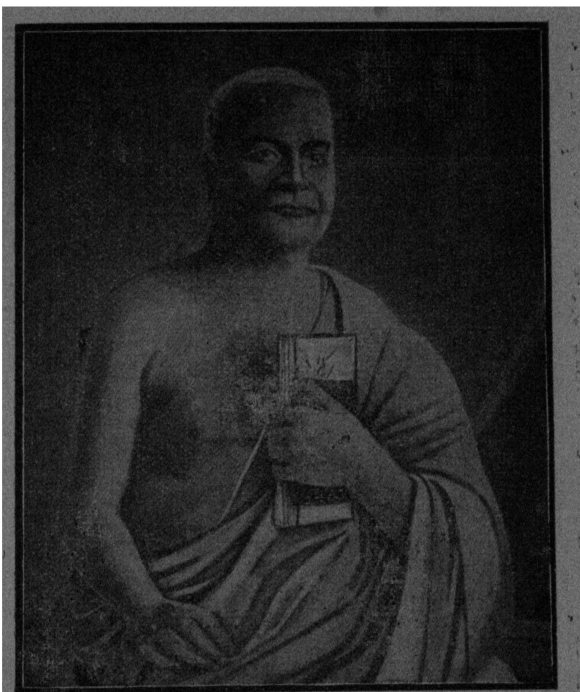
পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ

রাজকৃষ্ণ

"সোমপ্রকাশ"-সম্পাদক পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছিলেন :—

"শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল মহাকবি কালিদাস-বিরচিত সংস্কৃত মেঘদূতের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়াছেন। প্রথমে অনুবাদ, তাহার নীচে সংস্কৃত শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে। গ্রন্থের প্রথমে একটী ভূমিকাও লিখিত হইয়াছে। অনুবাদের বিশেষ প্রশংসা করা বিফল। কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু এই অনুবাদে যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার বিশেষ প্রশংসা করা আবশ্যক। অনুবাদিত পদ্যগুলি সংস্কৃতের ঠিক অনুরূপ এবং রচনাও প্রাঞ্জল হইয়াছে। অধিকাংশ অনুবাদক মূল অবলম্বন করিয়া ইচ্ছামত অনুবাদ করিয়া থাকেন। তাহাতে মূলের কোন কোন স্থলে কিছু কিছু পরিত্যক্ত, কোন কোন স্থলে কিছু কিছু পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। কিন্তু রাজকৃষ্ণবাবু সেরূপ করেন নাই, ইনি মূলের অনুগত হইয়া অনুবাদ করিয়াছেন। মেঘদূত যেমন একবিধ ছন্দে বিরচিত, অনুবাদও সেইরূপ একবিধ ছন্দে করা হইয়াছে।"

কৃষ্ণদাস পাল সম্পাদিত হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রেও এই গ্রন্থের প্রশংসাসূচক দীর্ঘ সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল। কালিদাস ও তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য মেঘদূতের পরিচয় দিয়া সমালোচক লিখিয়াছিলেন ঃ—

"The growing literature of Bengal demanded a translation of this wonderful poem for the sake of its reputation, for its enrichment, and, above all, for its guidance. And Babu Rajkrishna Mukerji has furnished us with a noble translation. A man of thoroughly scholarly instincts Babu Raj krishna Mukerji has nowhere forgotten the reverence that was due to the great Poet. His translation is accordingly as faithful as possible from the beginning to the end, and reflects in a remarkable degree the majestic and dignified tune of the original. The translation of the second part of the poem is particulary beautiful. We think it will

move the reader's mind as deeply as the great original itself. Considering the difficulty of translating a thing of perfection like the *Meghaduta* into a language which is yet so undeveloped as the Bengali, we are bound to say that Babu Rajkrishna Mukerji has performed his work with a tact and skill which do him immense credit. That he has been able to produce a work of such a difficult and delicate nature in the midst of his very arduous and undoubtedly prosaic duties as the Government Translator, speaks greatly in his favour and for the cause of Bengali literature."

"বাঙ্গলার ক্রমবর্দ্ধমান সাহিত্যের সম্মান, সমৃদ্ধি ও আদর্শের জন্য এই অপূর্ব্ব কাব্যের অনুবাদের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উহার একটি অনুবাদ বাণীচরণে উপহার দিয়াছেন। প্রকৃত পণ্ডিতজনোচিত প্রতিভার অধিকারী রাজকৃষ্ণ
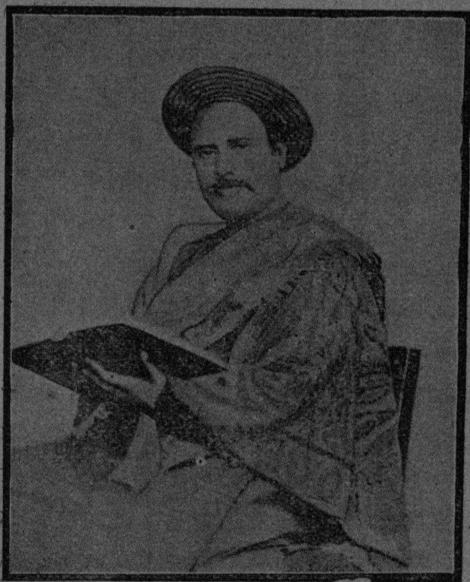
রায় কৃষ্ণদাস পাল বাহাদুর, সি-আই-ই

মুখোপাধ্যায় মহাশয় মহাকবিকে তাঁহার প্রাপ্য সম্মান দিতে কোথাও বিস্মৃত হন নাই। সুতরাং তাঁহার অনুবাদ আদ্যোপান্ত যতদূর সম্ভব মূলানুযায়ী, এবং মূলের উদাত্ত স্বর ও গাম্ভীর্য্য উহাতে আশ্চর্য্যভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে। কাব্যের উত্তর খণ্ডের অনুবাদের সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আমাদের মনে হয় উহা পাঠ করিলে মূল কাব্য পাঠের ন্যায় পাঠকের মনকে উদ্বেলিত করিবে। বাঙ্গালা ভাষা এখনও সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয় নাই; সুতরাং মেঘদূতের ন্যায় অনবদ্য কাব্য অনুবাদ করা কিরূপ দুরূহ তাহা স্মরণ করিলে আমাদিগকে স্বীকার করিতে হয় যে, মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গ্রন্থখানিতে অতি প্রশংসনীয় শক্তি ও লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টের অনুবাদকের কঠোর ও নীরস কার্য্যের উপর তিনি যে এরূপ শ্রমসাধ্য ও কমনীয় কাব্য রচনা করিয়াছেন ইহাতে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি তাঁহার গভীর অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।"

এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্য।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ২রা মে রাজকৃষ্ণ এসিয়াটিক সোসাইটীর সদস্য নির্ব্বাচিত হন। এই সভার সদস্য হইবার বহু পূর্ব্বেই তিনি নানা ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তিনি মৌলিক গবেষণার জন্য সংস্কৃত, উড়িয়া, হিন্দী, উর্দ্দু, পারসী প্রভৃতি বহু ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণবগণের সিদ্ধান্ত-সমূহ পরীক্ষা ও আলোচনা করিবাব জন্য তিনি ফরাসী, জার্ম্মাণ এবং ল্যাটিন ভাষাও শিক্ষা করিয়াছিলেন। এসিয়াটিক সভার সদস্যপদ গ্রহণের পর বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে মৌলিক গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া গবেষণা করিবার জন্য তিনি যত্ন সহকারে পালি ভাষা শিক্ষা করেন। 'হিন্দুপেট্রিয়ট' সম্পাদক রায় রাজকুমার সর্ব্বাধিকারী বাহাদুর লিখিয়াছেন, "His knowledge of Pali and Sanskrit enabled him to prosecute original researches into the Buddhistic scriptures which commanded

the admiration of his fellow-members of the Asiatic Society."

হিন্দু জ্যোতিষের আলোচনা।

এই সময়ে রাজকৃষ্ণ প্রভূত পরিশ্রম সহকারে হিন্দু জ্যোতিষ-শাস্ত্রও অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। অফিসের হাড়ভাঙ্গা খাটুনীর পর গভীর রাত্রি অবধি হিন্দু জ্যোতিষের আলোচনা করিতে তিনি ক্লান্তিবোধ করিতেন না।

"নানা প্রবন্ধ"।--১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে নভেম্বর রাজকৃষ্ণ 'বঙ্গ-দর্শনে' প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি একত্রিত করিয়া 'নানা প্রবন্ধ' নামে প্রকাশিত করেন। আমরা পূর্ব্বেই এই প্রবন্ধগুলির পরিচয় দিয়াছি। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের বেঙ্গল লাইব্রেরীর রিপোর্ট হইতে কিয়দংশ এতৎপ্রসঙ্গে উদ্ধারযোগ্য :—

"The most important work received under this head (Miscellaneous) is *Nana Prabandha*, a collection of essays, by the Late Babu Raj Krishna Mukerji, on

subjects of historical, philosophical, sociological, moral, literary, linguistic and antiquarian interest. The work is a monument of the industry and scholarship of the writer. Some of his conclusions on the subject of Indian antiquities have been accepted as final by great scholars. The work shows clear marks of the spirit of research that animated him, and of the maturity of judgment which he possessed."

"বিবিধ গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের "নানা প্রবন্ধ"। উহাতে ইতিহাস, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান, নীতিশাস্ত্র, সাহিত্য, ভাষাতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক অনেকগুলি সন্দর্ভ আছে। এই গ্রন্থ লেখকের পাণ্ডিত্য ও অধ্যবসায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ। ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় লেখকের কতকগুলি সিদ্ধান্ত প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ যথার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এই গ্রন্থে তাঁহার সত্যানু-

সন্ধিৎসা ও বিচারক্ষমতার পরিচয় পদে পদে পাওয়া যায়।"

এই গ্রন্থ কিছুদিন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং উহার একাধিক সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল।

স্বর্গারোহণ।— রাজকৃষ্ণ, কালিদাসের ভাষায় "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু মহাভুজঃ" ছিলেন। তঁাহার শরীরে প্রভূত বল ছিল এবং তিনি প্রচুর পরিমাণে আহার করিতে পারিতেন। তিনি যে অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিবেন, ইহা কেহ সন্দেহ করিতে পারিত না। কিন্তু অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে তাঁহার শরীর ভঙ্গ হইল। কিন্তু বহুমূত্র রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। অবশেষে কার্য্যাক্ষম হইয়া ২৫শে আশ্বিন ১২৯৩ সালে (ইং ১০ই অক্টোবর ১৮৮৮) তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে এবং দেশবাসীকে শোক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলেন।
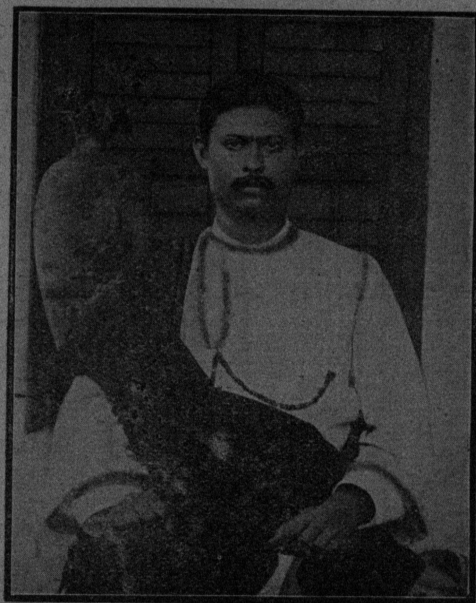
তিনি মৃত্যুকালে ক্ষেত্রমোহন, সুশীলা, ললিত-

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

মোহন ও সরলা এই চারিটী সন্তান রাখিয়া যান। জ্যেষ্ঠপুত্র ক্ষেত্রমোহন সম্প্রতি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টরের কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন, কনিষ্ঠ পুত্র অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। জামাতৃগণের মধ্যে বঙ্কিমানুজ ৺পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র অবসবপ্রাপ্ত সবজজ শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সমাজের একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন ব্যক্তি। জ্যেষ্ঠ জামাতা এলাহাবাদ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল রত্ন এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠাপন্নএডভোকেট—ডাক্তার সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি অকালে পরলোক গমন কবিয়াছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুশীলাও আর ইহলোকে নাই।

শোক প্রকাশ।—রাজকৃষ্ণের মৃত্যু জাতীয় শোকের কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। তাঁহাব ন্যায় সাধু, সদাশয়, দেবতুল্য লোক সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। তিনি নিরভিমান, অমায়িক, ঋজুস্বভাব ও ধীর প্রকৃতির ছিলেন। বাঙ্গালায় যে অল্প কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর সন্দভকার জন্মগ্রহণ করিয়া-

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ছেন, তিনি তাঁহাদের মধ্যে একজন অত্যুৎকৃষ্ট। ঐতিহাসিক ও কবি বলিয়াও তিনি স্বল্প সমাদর লাভ করেন নাই। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১২৯৩ সালে ৩০শে চৈত্র সাবিত্রী লাইব্রেরীর দ্বিতীয় বাৎসরিক অধিবেশনে পঠিত "বাঙ্গালা সাহিত্য" নামক উপাদেয় প্রবন্ধের এক স্থানে বলিয়াছেন "বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইতিহাস লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলিও মহীয়ান্ চিত্রসমূহে পরিপূর্ণ। ইংরেজি, সংস্কৃত সাহিত্যে যাহা কিছু মহান্, সমস্ত তাঁহার কবিতায় আছে, তাঁহার কবিতা বিশুদ্ধ, সদ্ভাবাবলী পরিপূর্ণ।"

রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর পর সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা সাময়িক-পত্র তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত "প্রচার" নামক সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে রাজকৃষ্ণের একটি বিস্তৃত জীবন চরিত লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ

শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায়

একসংখ্যায় সামান্য কিয়দংশ লিখিয়া শাস্ত্রী মহাশয় নিরস্ত হন। সুকবি রাজকৃষ্ণ রায় তৎসম্পাদিত "বীণা" নাম্নী মাসিকপত্রিকায় রাজকৃষ্ণের মৃত্যু উপলক্ষে "বীণার রোদন" শীর্ষক একটি শোকগীতি লিখিয়াছিলেন। উহা এস্থলে উদ্ধার যোগ্য :—

বীণার রোদন

১

বীণা গো আমার! কেন তুই ফিরাইলি আনন্দের সুর ?
কি ব্যথা বাজিল তোর প্রাণে ?
এখনো আনন্দ তোর বীণে। মিটেনি মিটেনি তত দূর
এখন মাতেনি প্রাণ গানে।
এই তো বাঁধিনু তার আমি, এই তো ঝঙ্কার দিনু তায়,
গা'ব ব'লে আনন্দের গান ;
কিন্তু, হায়! আনন্দের সুর আচম্বিতে আকাশে মিশায়,
সুখ-তান হ'ল শোক-তান।
কেন বীণে! হ'লি গো এমন,
কেন হেন, করিস রোদন!

কবিবর রাজকৃষ্ণ রায়

২

জগত জাগিয়ে ভোর বেলা, চাহিয়ে উষার মুখপানে,
উষা-নাথ-নাথে স্মরি' মনে,
কি এক আনন্দময় ভাবে প্রাণ মাতাইছে দেবগানে
প্রেম-অশ্রু বহিছে নয়নে।
সে অশ্রু এ অশ্রু নয়, স্বরগ পাতাল ব্যবধান,
সে অশ্রু কোথায় তোর বীণে!
এ অশ্রু কোথায় পেলি তুই, ব'লে দে রে নিগূঢ় সন্ধান
কে তোরে এ অশ্রু দিল এনে?
সেই তুই—সেই তোর তার,
কই সুখ?—কেন শোক-ধার?

৩

এ ব্রহ্মাণ্ড ফুলের হৃদয় মধুকীট উদ্ভবের স্থান,
শশিবক্ষ উজ্জ্বল মলিন,
দিবসে প্রকৃতি রূপময়ী যামিনীতে মলিন-বয়ান,
এ সবার ছায়া তুই, বীণ!
তাই বুঝি হাসিতে হাসিতে, আচম্বিতে উঠিলি কাঁদিয়া
সুখের বিরহে শোকভরে?

শুনিবারে আনন্দের গান, তার দিনু পঞ্চমে বাঁধিয়া
কোমল গান্ধারে এল স'বে।
এ নবীন আনন্দের দিনে
কি তুই হারা'লি ওরে বীণে?

৪

"কি তুই হারা'লি, ওরে বীণে?" এই কথা বলিনু যেমন,
গভীর বিষাদে বীণা মোর
তারে তারে করে হাহাকার, হাহাকারে মিশিল রোদন
রোদনে বদন হ'ল ঘোর!
সে ঘোর বদনে কোটি কোটি ফুটে ওঠে নিরাশার রেখা,
উদাসে আকাশ পানে চাই!
সেই রেখা স্মৃতিমাঝে গিয়ে দেখাইল এই শোক-লেখা,
"জ্ঞানসিন্ধু রাজকৃষ্ণ নাই!
কবিমণি রাজকৃষ্ণ নাই!
গর্ব্বহীন রাজকৃষ্ণ নাই!
সৌম্যমূর্ত্তি রাজকৃষ্ণ নাই!"

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ২রা ফেব্রুয়ারি এসিয়াটিক সোসাইটীর বাৎসরিক অধিবেশনে উহার সভাপতি

(বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব একাউণ্টেণ্ট জেনারেল) মিষ্টার ই, টি, এটকিন্সন বলিয়াছিলেন :—

"It has ever been the painful duty of your President to bring more prominently before you on these occasions the names of those whom death has removed from us, and who have done good work through, or for, our Society. I have not been spared in this respect and it is now my duty to announce the deaths of three distinguished members of our Society during the year, Mr. Edward Thomas, Mr. James Gibbs and Mr. Arthur Grote. * * * Nor must I omit to mention the name of the Late Babu Raj Krishna Mukherji, though but for a short time connected with this Society. He was favourably known as a Bengali writer, and his collection of Essays, his-

torical and antiquarian, published under the name *Nana Prabandha* showed considerable learning and industry.

"এইরূপ অধিবেশনে আপনাদের সভাপতিকে একটি দুঃখজনক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয় ; যাঁহারা এই সভা হইতে বা এই সভার জন্য প্রশংসনীয় কার্য্য করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন তাঁহাদের নাম বিশেষভাবে আপনাদের গোচরে আনয়ন করা একটি চির-প্রচলিত প্রথা। আমিও এই কর্ত্তব্য-সম্পাদন হইতে অব্যাহতি পাই নাই—এবং আমাকে আমাদিগের সভার তিনজন প্রসিদ্ধ সভ্যের মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করিতে হইবে, যথা, মিঃ এডওয়ার্ড টমাস, মিষ্টার গিবস্, এবং মিষ্টার আর্থার গ্রোট্। * * * যদিও অপেক্ষাকৃত অল্পকাল এই সভার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তথাপি স্বর্গীয় বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের নামের উল্লেখ না করিলে কর্ত্তব্যহানি হইবে। তিনি বাঙ্গালা লেখক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার 'নানা প্রবন্ধ' নামে

প্রকাশিত ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধাবলী যথেষ্ট বিদ্যা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দেয়।”

স্যর রিভার্স টমসন তাঁহার শাসন-বিবরণীতে (Report on the Administration of the Lower Provinces of Bengal from 1882-3 to 1886-7) লিখিয়াছিলেন :—

“Although cut off at a comparatively early period of his career, Babu Raj Krishna Mukherji, the Late Bengali Translator to Government, achieved a considerable reputation by his patient researches regarding various obscure points of Indian History.”

“যদিও অপেক্ষাকৃত অল্পকাল কার্য্যের পরই তিনি অবসৃত হইয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের বাঙ্গালা অনুবাদক বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত বিষয়ে গভীর গবেষণা করিয়া প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।”

যে পাঠ্যপুস্তক-নির্ব্বাচন-সমিতিতে রাজকৃষ্ণ বহু

স্যর রিভার্স টমসন

বৎসর আগ্রহের সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই সমিতিও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ৫ই মেব অধিবেশনে, সারদাচরণ মিত্রের প্রস্তাবে এবং গিবিজাভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সমর্থনে নিম্নলিখিত অবধারণ লিপিবদ্ধ করেন :—

"That this meeting records its deep sense of regret at the untimely death of Babu Raj Krishna Mukherji, one of the most active and useful members of the Committee."

"এই সমিতির অন্যতম উৎসাহশীল ও বিচক্ষণ সদস্য বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।"

শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর স্যর এলফ্রেড ক্রফ্‌ট্‌ও ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৪ই জুন তারিখ সম্বলিত এক পত্রে গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন :—

"Nor should I pass over in silence the names of those members whose loss we have to deplore, namely, Babu Raj Krishna

Mukherji M. A., B. L., Dr. Uday Chand Dutt, and Babu Girija Bhusan Mukherji M. A., B. L., whose work in the committee, until they were removed by the hand of death, was of the highest value and importance."

"যে সকল সদস্যের তিরোধানে আমাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তাঁহাদের সম্বন্ধে নীরব থাকা উচিত নহে। বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল, ডাক্তার উদয় চাঁদ দত্ত এবং বাবু গিরিজাভূষণ মুখোপাধ্যায় এম-এ, বি-এল কালকবলিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই সমিতিতে যে কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অতি উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান।"

রাজকৃষ্ণের মৃত্যুর দিন (চন্দ্রনাথ বসু লিখিয়াছেন) বঙ্কিমচন্দ্র বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিলেন, বিদ্যাসাগরও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ সমবেত হইয়া ১২৯৩ সালের ২রা ফাল্গুন সাবিত্রী লাইব্রেরীতে একটী শোক-সভা আহূত করিয়া রাজকৃষ্ণের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাপুষ্পাঞ্জলি প্রদান

করেন। মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বিচারপতি স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, চন্দ্রনাথ বসু, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মনোমোহন বসু, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, রজনীকান্ত গুপ্ত, সারদাচরণ মিত্র, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, তারাকুমার কবিরত্ন, হরিশ্চন্দ্র কবিরত্ন, কুঞ্জবিহারী সেন, প্রাণনাথ সরস্বতী, যাদবেশ্বর তর্করত্ন, স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, স্যর রাসবিহারী ঘোষ, রজনীনাথ রায় প্রভৃতি গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। "অশ্রুকণার" কবি গিরীন্দ্রমোহিনী এই উপলক্ষে যে শোক-গীতি রচনা করিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

রাজকৃষ্ণ

"সখা হে তোমার তরে
আজিকে ব্যাকুলান্তরে,
মিলিত হয়েছি সেই সাবিত্রী-ভবনে,

মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন

রাজকৃষ্ণ
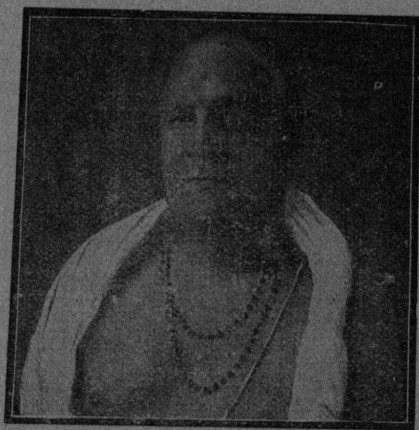
এ নহে সে সুখ-মেলা,
এ নহে হাসির খেলা,
—জুড়াতে হৃদয়-জ্বালা গুণের কীর্ত্তনে !

হায়, কে জানিত একদিন,
হইয়া এমন দীন,
হারায়ে তোমারে মোরা আসিব হেথায়,

তোমার মু'খানি স্মরি
ফেলিব শোকাশ্রু বারি,
রহিবে না পাশে তুমি (বসন্তের প্রায় !)

তোমার সে হাসি-মুখ,
স্মরিলে এখনও সুখ,
পুলকে পূরিয়া উঠে হৃদয় নিলয়,

সে কি সন্তোষের ছবি,
যেন প্রভাতের রবি
আলোকে জাগায়ে ধরা করে মধুময়।

নয়নে অমৃত-বাশি,
মুখে পূত পুণ্য-হাসি
একাধারে গুণ-রাশি রাজকৃষ্ণ-কায় ;

গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী

রাজকৃষ্ণ

কেমনে ভুলিব সখা! (লইতে বিদায়
বিদরি যে যায় বুক কি বলিব হায়!)

হায়!
আঁধার মলিন পুরী,
রতন গিয়েছে চুরি!
নিভেছে উজ্জ্বল দীপ কাল-ঝড়-বায়!

ফেল, দু বিন্দু শোকাশ্রু-বারি স্মরি সবে তাঁয়
স্মরি' সে পবিত্র মূর্ত্তি রাজকৃষ্ণ-কায়!
হায়,—বন্ধুতার প্রতিদান, বিনয়ের সসম্মান,
থাকে যদি লোকালয়ে, থাকে মুগ্ধ মন,
(তবে, আসিবে নয়নে বারি স্মরি' সে আনন।)

সখা,
আজি বসন্তের দিন, ফুটিছে মুকুল,
গাঁথিছে বালকে মালা কুড়াইয়া ফুল,
স্নেহ-প্রতিদান ছলে,
পরাবে সখার গলে;
হায়! মোরা স্মরি' গুণ তব হয়েছি ব্যাকুল!

অভাগা বঙ্গেরে বিধি সদা প্রতিকূল!
আজি এ মিলন হেন,
প্রতিমা বিসর্জ্জি যেন!
আঁধার মণ্ডপ মাঝে আনত আনন।

লিখি' তব গুণ-গাথা,
স্মরি তব প্রেম-কথা।
গভীর হৃদয় ব্যথা, হবে কি মোচন?

কি বলিব আর?

সখা!

এই শত আঁখি-আগে
নবীন অরুণ রাগে,
সদা যেন রহে জেগে তোমার আনন।

হবে কি প্রসন্ন ভাল,
করেছে যে ক্ষতি কাল,
লয়ে অসময়ে তোমা দীন বঙ্গ হ'তে।

সে ক্ষতি পূরাতে বিধি
পুনঃ কি মিলাবে নিধি,
তোমার অভাব যাহে পারিবে পূর্ণিতে!

রাজকৃষ্ণ

হায় !

"সাবিত্রী" তোমারে স্মরে,

কাঁদিবে গো চির-তরে,

করিবে সতত তব গুণের কীর্ত্তন,

(রাখিবে হৃদয়ে তব মুরতি মোহন) !

হায় ! শত আঁখি অশ্রুবারি,

ঝরিবে তোমারে স্মরি'

আদর্শ সে গুণ যেন সবাকারি হয় ।

যশের মন্দির মাঝে

উজ্জ্বল পবিত্র সাজে

সদা, অমর হইয়া থাক সাধু সদাশয় !"

জীবনী-সাহিত্যে যুগান্তর!

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ M A., F. S. S., F. R E S. বিরচিত

সর্ব্বজন-প্রশংসিত বহুতথ্যপূর্ণ গ্রন্থাবলী জাতীয় জীবনের এই সন্ধিক্ষণে প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর গৃহে সযত্নে রক্ষিত ও সাগ্রহে আলোচিত হওয়া উচিত।

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ—(১৯খানি চিত্র) মূল্য ১৲ বাঁধা ১।৹

রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়—(৪৬খানি চিত্র) মূল্য বাঁধা ১॥৹

হেমচন্দ্র ১ম, ২য় ৩য় খণ্ড (১২৪খানি চিত্র) মূল্য বাঁধা প্রতিখণ্ড ২৲

সেকালের লোক—(৩৮খানি চিত্র) মূল্য বাঁধা ১॥৹

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—(৩৬খানি চিত্র) মূল্য বাঁধা ২৲

মনীষী ভোলানাথ চন্দ্র—(৫৫খানি চিত্র) মূল্য বাঁধা ২৲

কর্ম্মবীর কিশোরীচাঁদ মিত্র—(২৩খানি চিত্র) মূল্য বাঁধা ৩৲

রঙ্গলাল—(৮৮খানি চিত্র) মূল্য বাঁধা ৪৲

Memoirs of Kaliprossunno Singh মূল্য ১॥৹

বাঙ্গালা সাহিত্য (সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের দুষ্প্রাপ্য ইংরাজী প্রস্তাবের সুললিত বঙ্গানুবাদ)—১২খানি হাফটোন চিত্র সম্বলিত মূল্য (বহুল প্রচারের জন্য) আট আনা মাত্র

মন্মথ বাবুর দ্বারা প্রকাশিত অন্যান্য গ্রন্থ—

অবরুদ্ধা—(মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'ক্যাপটিভ লেডী' নামক দুষ্প্রাপ্য ইংরাজী কাব্যের শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র ঘোষ কৃত সুললিত পদ্যানুবাদ)— আট আনা মাত্র

Deathless Ditties (চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত কবিগণের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলির ইংরাজী পদ্যানুবাদ) —ত্রিবর্ণ রঞ্জিত সুন্দর প্রচ্ছদপট ১৲ মাত্র

Life and writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the *Hindoo Patriot* and the *Bengalee* (সচিত্র) প্রায় একসহস্র পৃষ্ঠা ৫৲

মন্মথনাথের গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন বি-এ, ডি-লিট্, রায় বাহাদুরের অভিমত--

Behala P. O.
Nr. Calcutta
18. 7. 31

Dear Mr. Ghosh,

I have read your Rangalal with very great pleasure. I have to say in this connection that the admirable series of biographical treatises with which you have enriched our literature will be of great service to our country in future, though they may have failed now to elicit that high appreciation which they deserve. Stray biographies have been written in our present times, but you are a pioneer in this sense that no one before you has steadily followed a highly useful literary aim with so much success as you have done, and your attempts are bound to produce a lasting effect, contributing to the development of our literature in one of its important branches. Your biographies have a rich back ground containing material which the future historian of our country will gladly utilize to make his pictures complete. The illustrations with which you have decorated your works will save from

oblivion the pictures of the great worthies and notables who appeared in the horizon of Bengal half a century ago. Your lucid and clear style runs in its limpid course, charming the readers with its picturesqueness and music, and I have to congratulate you heartily on this achievement on your part in the literary field.

I hope you will continue the work which has now considerably advanced but the completion of which will be a life's labour Your books bristle with all the interest of fiction, yet woe to us, that the Bengali readers swallow with avidity unhealthy things in literature in preference to such solid and useful productions of sterling merit.

Yours sincerely,
Dinesh Ch. Sen

Manmathanath Ghosh Esq
M. A., F. S. S., F. R. E. S.

——